CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 February, 2021 ■ আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১০ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পরিবর্তনের জন্য মন স্থির করেছে পশ্চিমবঙ্গ ঃ প্রধানমন্ত্রী

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পরিবর্তনের জন্য মনস্থির করে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সরকার এলে বাংলার মানুষ নিজের সংস্কৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচবে। বিজেপি সোনার বাংলা তৈরি করতে কাজ করবে, যার মধ্যে এখানকার সংস্কৃতি ও ইতিহাস আরও মজবুত হবে। সোমবার হুগলির জনসভা থেকে এই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হুগলির সাহাগঞ্জের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনাদের এই উৎসাহ, এই উদ্দীপনা কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত অনেক বড় বার্তা দিচ্ছে।

এবার পরিবর্তনের জন্য মন স্থির করেছে পশ্চিমবঙ্গ। এর আগে আপনাদের আমি গ্যাস কানেকটিভিটি, ইনাস্ট্রাকচারের উপহার দিতে এসেছিলাম, আজ রেল ও মেট্রো কানেকটিভিটিকে মজবুত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হতে চলেছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আধুনিক হাইওয়ে, আধুনিক রেলওয়ে, আধুনিক বিমানপথ, এই দেশের আধুনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, দেশকে আধুনিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে, এ সবই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশেও এই কাজ কয়েক দশক আগে হওয়া উচিত ছিল। আর দেরি নয়, এক মুহূর্ত থেমে থাকলে চলবে না আমাদের, সময় নষ্ট করা যাবে না।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, 'চন্দননগর-সহ সমগ্র অঞ্চল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে মহর্ষি অরবিন্দ, মোতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, বিপিন বিহারি গাঙ্গুলি এবং কানাইলাল দত্ত-সহ অনেকের।' এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যতগুলি সরকার পশ্চিমবঙ্গে ছিল, এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রকে এভাবেই রেখে দিয়েছে। এখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে বেহাল হতে দিয়েছে। বিজেপি সোনার বাংলার জন্য কাজ করবে, সেই বাংলা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে দৃঢ় করবে। আমরা এমন একটি পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলব যেখানে ধর্ম এবং যোগ্যতা মর্যাদা পাবে। সকলের উন্নয়ন হবে এমন একটি পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলব আমরা। কাউকে তোষণ করা হবে না। যেখানে তোলাবাজি থাকবে না। রোগজার এবং আত্মনির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত হবেন মানুষ।'

বাম ও তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'স্বাধীনতার আগে দেশের অন্য রাজ্যের থেকে এগিয়ে ছিল বাংলা। কিন্তু যারা এত দিন বাংলায় রাজত্ব করেছে, তারা বাংলাকে দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাংলার উন্নতির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। কৃষক ও গরিবের পয়সা তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পজিটিভ ২৩ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে ২২ জনেরই আরটি-পিসিআর রিপোর্ট নেগেটিভ

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। সম্প্রতি ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে ২২ জনের আরটি-পিসিআর রিপোর্ট নেগেটিভে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই, বিষয়টি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আজ দুপুরে এ-বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জানা গিয়েছে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যাদেরকে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল তাদের হোম আইসোলেশন বাতিল করা হয়েছে।

হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. অরিন্দম দত্ত জানিয়েছেন, সম্প্রতি স্বাস্থ্য কর্মী ও রোগী মিলিয়ে দু-দিনের অন্তরে ৩১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে তাঁদের করোনা আক্রান্তের প্রমাণ মিলেছিল। যথারীতি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হোম আইসলেসনে পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, শুধুমাত্র তিনজনের দেহে করোনা-র উপসর্গ দেখা গেছে। বাকিরা সকলেই উপসর্গহীন হওয়ায় তাঁদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য কর্মীদের করোনা সংক্রমণ নিয়ে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরটি-পিসিআর টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল। ওই টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি ফের ওই ২৩ জনের আরটি-পিসিআর টেস্ট করা হয়েছিল। তাতে, একজন বাদে সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এছাড়া, তিনজন ভীষণ অসুস্থ থাকায় তাঁরা টেস্টের জন্য আসতে পারেননি।

ডা. অরিন্দম দত্ত বলেন, অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ এবং আরটি-পিসিআর টেস্টে নেগেটিভ, বিষয়টি আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। তাই, বিশেষজ্ঞদের সাথে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। তিনি বলেন, এখনই কোনও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। তাই, করোনায় আক্রান্ত বলে চিহ্নিত সকলেই হোম আইসলেসনে থাকবেন বলে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে। তিনি জানান, আজকের বৈঠকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রথ যাত্রায় অংশ কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। পশ্চিমবঙ্গে রথ যাত্রায় অংশ নিতে কলকাতা গেলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আজ সন্ধ্যা-র বিমানে কলকাতা গেছেন। কলকাতায় নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি প্রদেশ নেতৃত্ব তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কলকাতায় পৌছে এক ফেইসবুক বার্তায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষ মনস্থির করে ফেলেছেন এবার পরিবর্তন হচ্ছেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গড়া বাংলায় কেবল সময়ের অপেক্ষা। বিজেপির ডাকে বাংলাজুড়ে যে পরিবর্তন যাত্রা চলছে তাতে অংশ নিতে কলকাতায় পৌঁছেছি। ২৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম এবং আমডাঙায় পরিবর্তন যাত্রা ও জনসভায় উপস্থিত থাকব।

তাঁর কথায়, বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপির কার্যকর্তারা মাঠে-ময়দানে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছেন। আমি তাঁদের লড়াকু মানসিকতাকে সাধুবাদ জানাই।

তাঁর দাবি, কেন্দ্রে আর রাজ্যে একই দলের সরকার হলে কী সুবিধা হয় তা ত্রিপুরার মানুষ অনুভব করছেন। গত ১০ বছরে বাংলার কোনও অগ্রগতি হয়নি। মানুষ যে স্বপ্ন নিয়ে পরিবর্তন এনেছিলেন তা পূরণ তো হয়ইনি উল্টে দুর্নীতি, পুলিশরাজ, পাচারের কারবার কায়েম হয়েছে। এই অপশাসন থেকে এবার মুক্ত করতে, বিজেপির নেতৃত্বে আসল পরিবর্তন রূপায়িত হোক বাংলায়, বলেন তিনি।

অপরিবর্তিত জ্বালানি তেলের দাম

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। পরপর দু''দিন খানিকটা স্বস্তি। রবিবারের পর সোমবারও দেশজুড়ে অপরিবর্তিত রইল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। তবে, দাম একটুও কমেনি। অপরিবর্তিত থাকার পর কলকাতায় সোমবার লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ৯১.৭৮ টাকায় থমকে রয়েছে এবং ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৮৪.৫৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

কলকাতা ছাড়াও পেট্রোল ও ডিজেলের অপরিবর্তিত রয়েছে দেশের অন্যান্য শহরেওউ দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের অপরিবর্তিত দাম, যথাক্রমে ৯০.৫৮ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮০.৯৭ টাকা প্রতি লিটার। পাশাপাশি মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের বর্তমান দাম, যথাক্রমে ৯৭.০০ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮৮.০৬ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইয়েও বাড়েনি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। চেন্নাইয়ে সোমবার পেট্রোল বিক্রি হয়েছে ৯২.৫৯ টাকায় এবং ডিজেল ৮৫.৯৮ টাকায়। এর আগে গত শনিবার দাম বেড়েছিল পেট্রোল-ডিজেলের।

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার কাকড়াবনের জঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,২২ ফেব্রুয়ারি।। গোমতী জেলার কলেজ টিলা এলাকার এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে অমরপুর উদয়পুর সড়কের পাশে জঙ্গল থেকে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ সাহা। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

কাকড়াবন থানা এলাকার কলেজ টিলার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সাহা রবিবার সকাল ৯ টা নাগাদ বাইক নিয়ে অমরপুর এর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা দেয়। বিভিন্ন জিনিসপত্র হকারি করতো সে। সেই উদ্দেশ্যেই রবিবার বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে অমরপুর এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল বিশ্বজিৎ। কিন্তু সে বাড়িতে ফিরে আসেনি।শেষবারের মতো যখন পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে তাঁর কথা হয় তখন সে জানিয়েছিল চারটার মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসবে।নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন তাকে পুনরায় ফোন করলে ফোন সুইচ অফ দেখায়।

তাতে পরিবারের লোকজনদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে তার হদিশ না পেয়ে পরিবারের লোকজন পুলিশকে বিষয়টি জানায়। কাকড়াবন থাকায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ গৃহীত হয়। সোমবার সকালে পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-পরিজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে উদয়পুর অমরপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় দুই শিশু শ্রমিক উদ্ধার করল চাইল্ড লাইন

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। গোপন খবরের ভিত্তিতে দুই শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইন। তাদেরকে বর্তমানে হোম-এ রাখা হয়েছে।

আগরতলার কুমারীটিলার বাসিন্দা পেশায় ঠিকাদার শেখর পালের বাড়ি থেকে দুই শিশু শ্রমিক উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইন। চাইল্ড লাইন-এর কর্মকর্তা সংহিতা বারুই বলেন, আমাদের কাছে খবর আসে শেখর পালের বাড়িতে দুই শিশুকে দিয়ে শ্রমিকের কাজ করানো হচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও চাইল্ড লাইন সহ শ্রম আধিকারিক পিংকি পালের নেতৃত্বে শেখর পালের বাড়িতে অভিযান চালানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আয়রণ ট্যাবলেট খেয়ে অসুস্থ হলে পাঁচজন ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে অসুস্থ ৫ ছাত্র ছাত্রী। ঘটনা কদমতলা ব্লক এলাকার তারকপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হলে ৫ জন ছাত্র ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তড়িঘড়ি করে তাদের কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।সমির নমঃশুদ্র, অনামিকা দাস, নাজমা বেগম, শম্পা দাস, জাকির হোসেন সহ আরো এক ছাত্র অসুস্থ। হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে তার মধ্যে দুজনের জ্ঞান এখনো ফিরেনি বলে জানা গেছে। অভিবাবকদের মধ্যে খবর এলে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক ও কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব ছুটে যান।

বিদ্যালয় পরিদর্শকের বক্তব্য রুটিন মাফিক প্রতিবছরই আয়রন ট্যাবলেট ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ানো হয়। অনেক সময় ছাত্র- ছাত্রীরা বাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে দু'জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুর থানা এলাকায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় কল্যাণ পুর থানা এলাকায় এক বৃদ্ধ এবং অপর এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। পরপর এসব অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে সাধারণ মানুষের মনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায় সাধারণ মানুষের মনেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কল্যাণপুর থানা এলাকায় গত ২৪ ঘন্টায় এক বৃদ্ধ কৃষক ও অপর এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে নানা কৌতুহল দেখা দিয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় কল্যাণপুর থানাধীন দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ছনখলা এলাকায় এক বৃদ্ধ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। তার নাম রশিক সরকার। জানা যায় ওই বৃদ্ধ কৃষকের ছেলে চাকরিসূত্রে বাড়ির বাইরে অন্যত্র থাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাড়িতে থাকেন।

পারিবারিক কলহের জেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে জানা গেছে।ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এদিকে কল্যাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ফের বিজেপি ও আইপিএফটির বৈঠক ফয়সলা হবে এডিসি ভোট নিয়ে নানা সমস্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে অস্থির হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। শাসক জোট শরিক আইপিএফটিকে নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন। বিজেপি জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে গোটা বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে। দফায় দফায় বৈঠক হচ্ছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে। সোমবারও অনুরূপ এক বৈঠক হয়েছে জনজাতি মোর্চার। উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মার আবাসনে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, সমাজকল্যাণমন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা জানান, আজকের বৈঠকে আইপিএফটি দলের তিপ্রা মথাতে যোগদান কিংবা আসন সমঝোতার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় যীষ্ণু দেববর্মার বাসভবনেই আইপিএফটির নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে সাংবাদিকরা সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার কাছে জানতে চান, আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া মহারাজা প্রদ্যুতের সাথে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপির কাজে তারা সন্তুষ্ট নন। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? জবাবে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা জানান, তিন বছরের মাথায় কেন এই ধরনের মন্তব্য তিনি করেছেন? আগে কেন করেননি?

তিনি জানান, যৌথ সম্মেলনের পর আইপিএফটি নেতৃবৃন্দের সাথে বিশেষ করে সহকারী সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মার পৌরোহিত্যে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার বাড়িতে তাদেরকে ডেকে এনে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেই বৈঠকে আইপিএফটির নেতৃবৃন্দের কাছে তিপ্রা মথায় যোগদানের ব্যাপারে কিংবা আসন সমঝোতার ব্যাপারে তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা স্পষ্ট ভাবে কিছু জানতে পারেননি। মঙ্গল দেববর্মা ওইদিনের বৈঠকে তিনদিনের সময় চেয়েছিলেন। সেই হিসাবে আগামীকালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আরো জানান, আইপিএফটির এই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্দোলন কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে বৈঠক ১০৩২৩ এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। জাস্টিস ফর ১০৩২৩ সংগঠন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে আগরতলায় রেডক্রস সোসাইটি হল ঘরে এক সভায় মিলিত হয়। সভায় বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার পর পুনরায় আন্দোলন করার অনুমতি পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে চাকরিচ্যুতরা।

পয়লা মার্চ হাইকোর্টে এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।হাইকোর্টের অনুমতি ছাড়া আপাতত বড় ধরনের কোনো আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হতে পারছে না চাকরিচ্যুতরা। হাই কোর্ট থেকে অনুমতি পেলে তারা গণঅবস্থান আন্দোলনে সামিল হবে। এর মধ্যেই সোমবার জাস্টিস ফর ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ আগরতলায় রেডক্রস সোসাইটির হলঘরে এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হন। সভায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন হাইকোর্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুদুচেরিতে পতন কংগ্রেস সরকারের আস্থা ভোটে অনুত্তীর্ণ নারায়ণস্বামী

পুদুচেরি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সরকার পড়ে গেল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে। পতন হল কংগ্রেস সরকারের। সোমবার পুদুচেরি বিধানসভায় আস্থা ভোটে হেরে গেলেন পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণস্বামী। আস্থা ভোটে পরাজয়ের পরই পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ডঃ তামিলিসাই সৌন্দররাজনের কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ভি নারায়ণস্বামী।

রবিবারই দুই বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে নারায়ণস্বামীর সরকার। এদিন আস্থা ভোটের আগেই শাসক গোষ্ঠীর বিধায়করা ওয়াক আউট করেন। এর পর স্পিকার ঘোষণা করেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস সরকার। এই পরাজয়কে ভালোভাবে মেনে নিতে পারছেন নারায়ণস্বামী। বিজেপিকে আক্রমণ করে ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'আমি নিজে, মন্ত্রীরা, কংগ্রেস এবং ডিএমকে বিধায়ক ও নির্দল বিধায়করা ইতফা দিয়েছি। এটা গণতন্ত্রের হত্যা। পুদুচেরির জনগণ এবং এই দেশ তাঁদের উচিত শিক্ষা দেবে।'

কংগ্রেস সরকারের কাছে মাত্র ১২ জন বিধায়ক ছিল। সেখানে বিরোধী বিধায়কের সংখ্যা ১৪। রবিবার বিধানসভার অধ্যক্ষ ভি পি শিবাকোলুন্ধুর বাসভবনে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দেন রাজভবন কেন্দ্রের বিধায়ক কে লক্ষ্মীনারায়ণ। ডিএমকে বিধায়ক কে ভেঙ্কটেশনও তারপর ইস্তফা দেন। ২০১৬ সালে ডিএমকের তিনজন এবং একজন নির্দল বিধায়কের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়েছিল সরকার। নিজেদের হাতে ছিল ১৫ জন। কিন্তু আপাতত ৩৩ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় (তিনজন মনোনীত) পাঁচজন সদস্য কমে গিয়েছে। তার ফলে বিধানসভায় সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮। লক্ষ্মীনারায়ণ এবং ভেঙ্কটেশনের ইস্তফাপত্র গৃহীত হলে সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়াবে ২৬। আর অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় পৃথক দূর্ঘটনায় আহত দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়। প্রায় প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও যান সন্ত্রাস লেগেই রয়েছে। সোমবার সন্ধায় ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুলিনপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মদ মত্ত অবস্থায় বাইক চালিয়ে রাস্তার বাঁক নিতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে মদ মত্ত অবস্থায় থাকা বাইক আরোহী।

স্থানীয় এলাকাবাসী ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ঘটনার খবর যায় তেলিয়ামুড়া দমকল দপ্তরে। তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে মদ মত্ত অবস্থায় থাকা যুবক তথা প্রসেনজিৎ বিশ্বাস (২৪) কে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরিব বিধবা মহিলাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়তায় পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের গরিব বিধবা মহিলাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়তায় একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে মুখ্যমন্ত্রী সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পাঠরত শিশু ও তাদের মায়েদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দপ্তরের কাজকর্মে সরকারের লক্ষ্য ও দিশা তুলে ধরেন। গরিব বিধবা মহিলাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তায় রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করতে তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, শিশু ও মহিলাদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার হার আরোও কমানোর লক্ষ্যে দপ্তরকে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। রাজ্যের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও মায়েরা সমস্ত পরিষেবা নিয়মিত পাচ্ছেন কিনা তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৩৪ ▫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১০ ফাল্গুন ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ফের করোণা আতঙ্ক

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নতুন করিয়া আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করিতে শুরু করিয়াছে। রাজু এই প্রবণতা বাড়িয়া চলিয়াছে। রাজ্যে নতুন করিয়া করোণা আক্রান্ত পাওয়া যাওয়ার পর পরিস্থিতি নতুন মোড় নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।মাঝে কিছু দিন কমিয়াছিল দৈনিক করোনা সংক্রমণের সংখ্যা। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফের তাহা বাড়িতে থাকা নতুন করিয়া ভাবাইয়া তুলিয়াছে কেন্দ্রকে। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হইতেছে একাধিক রাজ্যে। এই অবস্থায় সংক্রমণে রাশ টানিতে রাজ্যগুলিকে আরও বেশি করিয়া আরটি-পিসিআর, অ্যান্টিজেন পরীক্ষার উপরে জোর দিতে নির্দেশ দিয়াছে কেন্দ্র। এমনকি অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ফল 'নেগেটিভ' আসিলেও আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইতে বলা হইয়াছে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে।

পরিস্থিতি বুঝিয়া সমস্ত রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। সেখানে সপ্তাহে অন্তত চার দিন প্রতিষেধক দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। লেখা হইয়াছে পরীক্ষা কেন্দ্র বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথাও। টিকাকরণে লক্ষ্য ছুঁইতে ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে যাহা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।নভেম্বরের পর থেকে দেশে সংক্রমণের হার কমিলেও, কেরল ও মহারাষ্ট্র থেকে ধারাবাহিক ভাবে সংক্রমণ বৃদ্ধির খবর আসছিল। এই মুহূর্তে দেশের মোট ৭৪ু সংক্রমিত ব্যক্তির ঠিকানা ওই দুই রাজ্য। তাহার উপরে কেন্দ্রের উদ্বেগ আরও বাড়াইয়া সংক্রমণ ক্রমশ বাড়িতেছে মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও ছত্তীসগড়ের মতো রাজ্যে। নতুন করিয়া সংক্রমণ বৃদ্ধির তালিকায় এই বড় রাজ্যগুলির নাম যোগ হওয়ায় চিন্তিত স্বাস্থ্য কর্তারা। অনেকেই ভাবিয়াছেন, করোনা ভাইরাস চলিয়া গিয়াছে অথবা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে মাস্ক না-পরার প্রবণতা। এই বোকামি করোনাকে নতুন শক্তিতে ফিরিতে সাহায্য করিতে পারে। ইউরোপ তাহার প্রমাণ।"

জানুয়ারিতে হওয়া সর্বশেষ সেরো সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের বড়জোর ২৮-৩০ কোটি মানুষ জানিয়া বা না জানিয়া কোভিড সংক্রমণের শিকার হইয়াছেন। অর্থাৎ, দেশের বাকি প্রায় ১০০ কোটি জন এখনও এই রোগের শিকার হইতে পারেন। বাচিতে হইলে"মাস্ক পড়িতে হইবে। মানিয়া চলিতে হইবে দূরত্ব ও সুরক্ষাবিধি।"

স্বাস্থ্য কর্তাদের আশঙ্কা, এক বছরে করোনা ভাইরাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলাইয়াছে। বিদেশ থেকে নতুন 'স্ট্রেন' আসার পাশাপাশি মহারাষ্ট্রেও নতুন 'দেশজ স্ট্রেন' পাওয়া গিয়াছে। যাহার সংক্রমণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এই নতুন স্ট্রেন ছড়াইয়া পড়িলে, ফের সারা দেশে লকডাউন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হইবে। তাই দেরি না-করিয়া রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা পাঠাইয়া একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষা কেন্দ্র, দৈনিক পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধির কথা যেমন সেখানে বলা হইয়াছে, তেমনই জোর দেওয়া হইয়াছে কড়াকড়ি মানার বিষয়ে। বিশেষত যে সমস্ত জেলায় সংক্রমণের হার বেশি, সেখানে কনটেনমেন্ট জোনে কড়া নজরদারি ও পরীক্ষা চালাইতে হইবে। অন্যতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া যাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে।

চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার, সিবিআই-কে সময় দিলেন রুজিরা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শেষ পর্যন্ত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে সিবিআই-কে কথা বলার অনুমতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী-কে সিবিআইয়ের জেরার প্রস্তুতিতে রাজ্য রাজনীতিতে চাঞ্চল্যকর মোড় নিয়েছে। সোমবার সিবিআই সূত্রে জানা যায়, রুজিরা চিঠিতে সিবিআই-কে জানিয়েছেন, গতকাল তাঁরা (সিবিআই) ১৪৮ এ হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে যখন এসেছিলেন, তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তবে, তাঁর জন্য দিয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট নোটিশটি পেয়েছেন।

কিসের জন্য, কোন মামলায় সিবিআই আলোচনা করতে চাইছে, সেগুলো তাঁর জানা নেই। তা সত্ত্বেও কথা বলতে পারেন মঙ্গলবার। ১১টা থেকে ৩টের মধ্যে সিবিআই-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন রুজিরা। অভিযোগ, একাধিক দেশে একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যালিকা মনিকার। সিবিআই-এর কাছে এমনটাই খবর আছে। শুধু তাই নয়, রুজিরার অ্যাকাউন্ট থেকে বোন মনিকার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে বলেও সিবিআই সূত্রে দাবি করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে এ কারণে সিবিআইয়ের কিছু অফিসার হরিশ মুখার্জি রোডে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু দেখা করতে পারেননি।

ওলা, উবের ট্যাক্সির একাংশের ধর্মঘট, সমস্যায় যাত্রীরা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতায় সোমবার ওলা, উবের ট্যাক্সির একাংশের ধর্মঘটে। প্রায় ৭০০০ চালক ধর্মঘট পালন করছেন। অন্যদিকে, মিনিবাসের সংখ্যাও খুব কম। এই অবস্থায় চাহিদা বেড়েছে হলুদ ট্যাক্সির। সোমবার সকাল ৭ টা থেকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ট্যাক্সি, ওলা, উবেরের একাংশ। ফলে সপ্তাহ শুরুতে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। ধর্মঘটিদের দাবি, প্রত্যেকদিন বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। ফলে ক্রমশ খরচ বাড়ছে। এই অবস্থায় আর গাড়ি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ২০ হাজারের মধ্যে ৭ হাজার চালক এদিন গাড়ি বের করেনি। কাজেই, বুক করার সময় গাড়ি কম পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বেঙ্গল ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিমল গুহ এদিন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, ওলা, উবেরের একাংশ ধর্মঘট ডাকলেও হলুদ ট্যাক্সির পরিষেবা মিলছে। তবে, রাস্তায় চাহিদার তুলনায় আমাদের ট্যাক্সিও কমে গিয়েছে। আগে ২২ হাজার হলুদ ট্যাক্সি চলত। এখন চলছে ১১ হাজারের মত। কারণ, আইনি নির্দেশে ১৫ বছরের পুরনো ট্যাক্সি চালানো যাচ্ছে না। ট্যাক্সির ন্যূনতম ভাড়া ২০১৮-র ১৬ জুন বেড়ে হয়েছিল ৩০ টাকা। এর পর বহুবার জ্বালানির দাম এবং অন্যান্য খরচ বেড়েছে। ফলে ট্যাক্সি বসে যাচ্ছে।

২০১৮ সালে ডিজেলের দাম ছিল ৭২.৮৩ টাকা। ২০২১ ফেব্রুয়ারি মাসের ডিজেলের দাম হয়েছে প্রায় ৯০ টাকার বেশি। ২০১৮ সালের পর ভাড়ার দিকে নজর দেয়নি রাজ্যের পরিবহন দফতর। ট্যাক্সিতে উঠলেই সর্বনিম্ন ভাড়া ৫০ টাকার দাবিতে এদিনের ধর্মঘট। যা আছে ৩০ টাকা। প্রথম ২ কিলোমিটারে ৩০ টাকার জায়গায় নতুন ভাড়া করতে হবে ৫০ টাকা। এরপর কিলোমিটার প্রতি এই ভাড়া বাড়াতে হবে ২৫ টাকা করে।

ফের বাড়ল পেঁয়াজের দাম

কলকাতা,২২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। তারই মাঝে ফের শহরে দাম বাড়ল পেঁয়াজের। সোমবার শহরের বাজারে পেঁয়াজের দামে চোখে জল আসছে শহরবাসীর।

ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে একুশের নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। এরই মাঝে দেশ থেকে রাজ্য জুড়ে কৃষি বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি। তারই মাঝে বাজারে ফের অগ্নিমূল্য পেঁয়াজের দাম। কলকাতায় পেঁয়াজের বাজারমূল্য কেজি প্রতি ৬০ থেকে ৭০ টাকা। পেঁয়াজের দামে চোখে জল সকলের। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

আমি মানব, নহি একাকী

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

ভিনগ্রহের অধিবাসীদের কথা ভাবছেন---অতদূর নাই বা ভাবলেন; আত্মীয়স্বজন, জাতিগুষ্ঠি, বন্ধু বান্ধব---এদের কথাও না হয় বাদ দিলেন। আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, নিত্যসঙ্গী, আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক অনেক ভালোমন্দের অংশীদার অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র জীবাণু (মাইক্রোবস বা মাইক্রোঅরগানিজমস)। প্রায় কয়েক ট্রাইলিয়ন অতিক্ষুদ্র জীবাণু আমাদের প্রত্যেকের শরীরে ভিতর, বাইরে সর্বত্র বাস করছে। সংখ্যায় প্রায় ৩০ থেকে ৪০০ ট্রাইলিয়ন অর্থাৎ আমাদের শরীরের মোট কোষের সংখ্যার চেয়ে প্রায় থেকে ১০০ গুণ বেশি। আমাদের সারা শরীরে মুখে, কাড়ে নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্রে (গাট বা গ্যাস্ট্রোইনটেসিনাল ট্র্যাক্ট) রয়েছে এইসব জীবাণুরা। মানুষ এবং এইসব জীবাণুরা পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নির্ভরতার অন্যোন্যজীবিতা- সিমবায়োসিস) মাধ্যমে একত্রে বেঁচে আছে। সুতরাং আমরা কোনওভাবেই, কোনওমতেই একদমই একা নই। আমাদের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুদের প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া। যারা আমাদের অন্ত্রে নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত, খাদ্যের বিপাক, ভিটামিনের উৎপাদন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম)-কে সদা সজাগ, সতর্ক এবং প্রস্তুত রাখা। এই জীবাণুদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলে বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় সংখ্যাল্পতা দেখা দিলে অথবা শারীরিক চিকিৎসার জন্য যদি এদের বিনাশ ঘটে, তাহলে নানারকমের স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা ও সমস্যা, যেমন মেদবাহুল্য, মেজাজের গোলমাল এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি দেখা দেয় এবং শরীরে ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়। সেই জন্য পেটের অসুখের চিকিৎসার সময় ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়া যারা ভিটামিন উৎপন্ন করে তারা মারা যায় এবং শরীরে ভিটামিনের অভাব হয় এবং সেই অভাব পূরণের জন্য। এই জীবাণুদের অনুপাত আমাদের খাদ্যসামগ্রী, পানীয় প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। উন্নত দেশের নাগরিকদের এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের মধ্যে এই আন্ত্রিক জীবাণুদের অনুপাতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত পাঁচ শ্রেণির (ফাইলা) ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে দেখা যায়, তাদের মধ্যে সিশিরিশিয়া কোলি এবং স্যালমোনেলা আমাদের খুবই পরিচিত।

কীভাবে জীবাণুরা শরীরে আসে? ঃ মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় মায়েদের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় শিশু ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকে। মার্তৃগর্ভে ভ্রূণের বাসস্থান অ্যামনিওটিক থলি (স্যাক) যখন ফেটে যায়, আমরা ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসি। শিশুর জন্ম যদি যোনিপথের মাধ্যমে (ভ্যাজিনাল) হয়, তাহলে শিশু জন্মনালির (বার্থ ক্যানাল) জীবাণুদের দ্বারা সংক্রমিত হয় আর যদি আস্ত্রোপচারের মাধ্যমে (সিজারিয়ান) হয় তাহলে জন্মলগ্নে উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে সংক্রমিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সদ্যোজাত অগণিত এবং বিচিত্র ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংস্পর্শে আসে এবং কয়েকদিনের মধ্যে মায়ের শরীর, স্তন, জন্মস্থান—যেমন হসপিটাল, প্রভৃতি স্থানের ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। জন্মের পর কয়েক মাস শিশুদের মধ্যে জীবাণুদের ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যভ্যাস পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবাণুদের অনুপাত এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বেশ কয়েক বছর পর আমাদের খাদ্যাভ্যাসে যখন স্থিরতা আসে আমাদের আন্ত্রিক জাবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মধ্যে একটা স্থায়িত্ব লক্ষ্য করা যায়।

কী তাদের কাজ? ঃ যদিও আমাদের ধারণা জীবাণুরা ক্ষতিকর, যেমন স্যালমোনেলা। কিন্তু আদপে তা নয়। এরা অনেকেই উপকারী। আবার কিছু জীবাণু আছে 'ক্ষতিকর এবং উপকারী' দুটোই। হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি আন্ত্রিক ক্ষত (আলসার) সৃষ্টির মূলে আবার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ (অ্যাপেটাইট রেগুলেশনে) উপযোগী।

আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়া, খাদ্য, পরিপাক, অন্ত্রে শক্তি জোগান, ভিটামিন উৎপাদন, রোগবিষ (টেক্সিন) বিনাশ, রোগজীবাণু (প্যাথজেনস) প্রতিরোধ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উপযুক্ত করে তোলা প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা করে।

তাছাড়াও আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়া (ইন্টেসার্টিনাল ফ্লোর) আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানা বিষয়ে জড়িত যেমন মেদবাহুল্য, আমাদের মেজাজ (মুড) মস্তিষ্কের সঠিক কার্যকারিতা, আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, মানসিক অবসাদ, বিস্মরণ (অ্যালজাইমার'স ডিজিজ) হ্যান্টিংটন রোগ, আন্ত্রিকপ্রদাহজনিত রোগ (ইনফ্লামেটরি বাউয়েল ডিজিজ) দ্রুত বার্ধক্য প্রভৃতি। এমনকি আমাদের কিছু বংশানু (জিন)-র সাথে আন্ত্রিক জীবাণুদের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

এই জীবাণুদের অবদান এবং আমাদের খাদ্যাভাসের সাথে এই জীবাণুদের সম্পর্কের গুরুত্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এমারেন মেয়ারের বই—দ্য মাইন্ড গাটি-এ লিখিত একটি মন্তব্যে—'টেল মি হোয়াট ইউ ইট অ্যান্ড আই উইল টেল ইউ হু ইউ আর। বিখ্যাত এক মহাকাশ বিজ্ঞঅনীর মতে— 'নভোচারীরা যখন মহাকাশে যায়, তখন তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যায় মূল্যবান দুটি সম্পদ, তাঁদের মস্তিষ্ক এবং আন্ত্রিক জীবাণু'। সুতরাং আমাদের সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতা অর্থাৎ ওয়েলবিয়িং এর মূলে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সজীব সঙ্গীদের অবদান অপরিসীম। আন্ত্রিক জাবাণুরা আমাদের নিত্যসঙ্গী এবং আমরা যদি তাদের সঠিকভাবে পরিচর্যা না করি এদের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে ফলে আমরা নানা রকমের অসুস্থতার শিকার হতে পারি।

যেমন, মেদ বাহুল্য ঃ যেসব ব্যক্তিদের অন্ত্রে জীবাণুদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প এবং তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের খুবই অভাব, তারা বেশিমাত্রায় মেদবাহুল্যে ভোগে। দেখা গিয়েছে, যমজ ব্যক্তিদের মধ্যে যার ওজন এবং স্বাস্থ্য স্বাভাবিক তাঁর অন্ত্রে জীবাণুদের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য স্বাভাবিকের তুলনায় মেদবাহুল ব্যক্তির আন্ত্রিক জীবাণু পরিমাণ স্বপ্ল এবং বৈচিত্রহীন। বিশেষ করে বিচিত্র রকমের ব্যাকটেরয়েড জাতীয় জীবাণুদের অভাব লক্ষ্য করা যায় মেদবহুল ব্যক্তিদের অন্ত্রে। এই জাতীয় জাবাণুর বড় মাপের শর্করা এবং আঁশ বা তন্তু জাতীয় খাবার ভেঙে ছোট ছোট খাদ্যানু (ফুড মলিকিউলসি)-তে পরিণত করে যেগুলি আমাদের শরীর সহজেই বিপাক করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান পায়। এইজন্য রোগা চেহারা ব্যক্তিরা সাধারণত পরিশ্রমী হয় মোটা চেহারার ব্যক্তিদের তুলনায় আমাদের অন্ত্রে কয়েক জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার অনুপস্থিতির ফলে আমরা আমাদের ক্ষুধু নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হই, পরিণামে মেদবহুল হয়ে পড়ি।

হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি জাতীয় ব্যাকটেরিয়া আমাদের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে খুবই অবশ্যক। এই ব্যাকটেরিয়া ক্ষুধা উদ্রেককারী হরমোন—গ্লেহীন-এর মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু আজকাল অনেক ব্যক্তির অন্ত্রে এই মূল্যবান ব্যাকটেরিয়ার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এর জন্য দায়ী অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সেবন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রী, এইসব জীবাণুরা আমাদের শরীরে রোগজীবাণু প্রবশ করলে তাদের সাথে লড়াই করে তাদের পরাভূত করে এবং আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুরক্ষিত থাকি।

শারীরিক প্রতিরক্ষা সমস্যা ঃ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) দু-দিকেই কাটে এমন অস্ত্র (ডাবল এজেড সোর্ড)। একদিকে রোগ জীবাণুদের আক্রমণ থেকে যেমন আমাদের রক্ষা করে, তেমনই অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় এবং নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অনেক বিপদের মুখে ফেলতে পারে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে স্বতঃসংক্রমিত বিশৃঙ্খলা বা বেনিয়ম (অটোইমিউন ডিজঅর্ডার) দেখা যায়। (অটো-ইমিউন ডিজঅর্ডার আমাদের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপন্ন প্রোটিন বা কোনও পদার্থের বিরুদ্ধে যদি যখন কোনও প্রতিবিম্ব বা প্রতিরক্ষকা (অ্যান্টিবডি) প্রস্তুত হয়। সাধারণত শরীরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সহায়তার অ্যান্টিবডিজ উৎপন্ন হয় যখন কোনও রোগ জীবাণু আমাদের আক্রমণ করে সেই জীবাণু বা তার কোনও অংশের বিরুদ্ধে এবং সেই সেই অ্যান্টিবডিজ রোগজীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা প্রশমিত করে) যেহেতু আমাদের জন্মের পর গঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছে, তাই মনে করা হয় অতিরিক্ত অ্যান্টিবাওটিসক বা অপ্রয়োজনীয় অত্যধিক সুরক্ষিত স্বাস্থ্যকর জীবানযাত্রা আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের বিনাশ এবং তাদের মধ্য বারসাম্যেরে অভাব ঘটায়। ফলে উচ্চবিত্তের লোকেরা স্বতঃসংক্রমণ রোগে ভোগে। তার চেয়ে বড় কথা আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে অসঙ্গতি আমাদের শরীরে কোনও রোগের ব্যাকসিনের কার্যকারিতাকেও দমন বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। ভ্যাকসিন হিসেবে আমাদের শরীরে মৃত রোগজীবাণু বা দুর্বল কোনও রোগজীবাণু (ব্যাকটেরিয়া বা ভাইবাস) প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সেই জীবাণু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে তাকে আগে থাকতেই প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে যাতে যখন সত্যিই সেই রোগজীবাণু আক্রমণ করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত অ্যান্টিবডিজ তৈরি করে তাকে নিষ্ক্রয় বা প্রশমিত করে তুলতে সক্ষম হয়। এখন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে অন্তর্ধর্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে (অটো-ইমিউন ডিজিজের ক্ষেত্রে) তাহলে তার পক্ষে ভ্যাকসিনের দিকে নজর দেওয়া এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা সম্ভব হবে না। সুতারাং ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আমরা রোগাক্রান্ত হব কারণ সেই রোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পরিমাণে অ্যান্টিবডিজ তৈরি করা সম্ভব হবে না। যে রাষ্ট্র নিজেই অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে তার পক্ষে বাইরের শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না।

প্রদাহজনক আন্ত্রিক রোগ ঃ আইডিবি অন্ত্রে একটি জটিল দূরারোগ্য রোগ। উদাহরণস্বরূপ, ক্রনস ডিজিজ এবং আলসারেটিভ কোলইটিস, যা অনেকের মৃত্যুর মূলে। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে পরিবর্তন (ডিজিবায়োসিস) একটি মূল কারণ বলে মনে করা হয়। আন্ত্রিক জীবাণু বিপাক যন্ত্র (মেটাবলিক অরগ্যান) হিসাবে কাজ করে এবং এদের মধ্যে অসঙ্গতি বা ক্ষতিসাধানের ফলে নানারকমের রোগ দেখা দেয়, যার মধ্যে আইডিবি একটি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে মানুষ এবং পরীক্ষাধীন ইঁদুর আইডিবি'র ক্ষেত্রে সেটাই ঘটে। তা ছাড়া, এই জীবাণুনির্ভর চিকিৎসা অন্ত্রের কোলাইটিস এবং অন্যান্য আন্ত্রিক রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুদের দ্বারা উৎপন্ন উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিড আইডিবি নিরাময়ের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। ফ্যাটি অ্যাসিড আইডিবি নিরাময়ের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের শরীরে বেশ কিছু শর্করা বিপাক করে যা আমাদের শরীর করতে পারে না। এবং ছোট ছোট ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে যেমন ,অ্যাসিটেট, প্রপায়োনেট, বিউটাইরেট যেগুলো আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় পরীক্ষাধীন ইঁদুর দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুদের ব্যাহত হয়। আইডিবি রোগীদের মধ্যে বিশেষ করে ক্রণস ডিজিজের ক্ষেত্রে এই অ্যাসিডগুলো, বিশেষ করে বিউটাইরেট অ্যাসিডের উৎপাদন খুবই ব্যাহত হয়।

মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে ঃ মস্তিষ্কের অন্ত্র তার ১০০ মিলিয়ন স্নায়ুকোষ (নিউরোনস) নিয়ে শরীরের 'দ্বিতীয় মস্তিষ্কের' মর্যাদা পেয়েছে। তার কাজ আসল মস্তিষ্কের মতই অন্ত্রের পেশীদের ক্রিয়াকর্ম এবং উৎসেচক (এনজাইম)-এর ক্ষরণের নিয়ন্ত্রণ। আন্ত্রিক জীবাণুদের সাথে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে (নার্ভাস সিস্টেম)-এর নিবিড় যোগাযোগ আছে। স্নায়বিক যোগাযোগের (নিউরাল কমিউনিকেশন) মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এই জাবণুরা অন্ত্রের স্বশচলতা (মোটিলিটি)-কে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্ত্রে স্নায়ুকোষেরা মস্তিষ্কে তাদের সদৃশ স্নায়ুকোয়ের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া (মিথষ্ক্রিয়াঃ ইনটারঅ্যাকশন) করে এবং তাতে ব্যাতায় ঘটলে রোগের উদ্ভব হয়। এই জীবাণুরা স্নায়ুবিক বর্তনী (নিউরোন্যাল সার্কিট)-দের নিয়ন্ত্রণ করে যাদের শুরু অন্ত্রে, যেখান থেকে মস্তিষ্ক এবং আবার ফিরে আসে অন্ত্রে। এই বর্তনীর কিছু স্নায়ুকোষ জড়িত আছে উত্তেজনাপ্রবণ আন্ত্রিক লক্ষণ বা উপসর্গের সাথে (ইরিটেবল বাউয়েল সিনড্রম, আইবিএস) এবং এই বর্তনীতে ব্যতায় ঘটলে আইবিএস-এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাধীন জীবাণুমক্ত (জার্ম-ফ্রি) ইঁদুরে 'সি ফস' নামে একটি বংশানুর অতিমাত্রায় প্রকাশ (হাই লেভেল এক্সেপ্রেশন) লক্ষ্য করেছেন এবং বংশানুটি স্নায়ুবিক সক্রিয়তার একটি চিহ্নস্বরূপ (মার্কার)। এর ফলে ইঁদুরের পাচনতন্ত্র (ডাইজেসটিভ ট্রাক্ট) খাবারের যাতায়াত খুব মন্থর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে জীবাণুমুক্ত ইঁদুরকে ওই আন্ত্রিক স্নায়ুকোষদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার ওষুধ খাইয়ে দেখা গিয়েছে আন্ত্রি খাবার চলাচল বৃদ্ধি পায়। মনে করা হয় আন্ত্রিক ব্যাকটেরিযাদের দ্বারা উৎপন্ন ছোট মাপের ফ্যাটি অ্যাসিডের শৃঙ্খল (শর্ট চেন ফ্যাটি অ্যাসিড) স্নায়ুকোষের সহায়তা করে আন্ত্রিক জীবাণুদের উপস্থিতি অনুভব করতে। এই অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক স্নায়ুকোষের সক্রিয়তা কমে বাড়ে এবং এই অ্যাসিডের মাত্রার ব্যতায় ঘটলে আইবিএস প্রভৃতি রোগ হয়।

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ঃ আন্ত্রিক জীবাণুদের নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। একটি বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে —'অন্ত্র মস্তিষ্ক অক্ষ (গাট ব্রেইন এক্সিস)'—আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেবায়েচিক এবং নন- প্রেবায়োটিক খাবার এবং তাদের সম্পূরক (সাপ্লিমেন্টস)-এর সাহায্যে আন্ত্রিক জীবাণুর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। যেমন হয়োগহার্ট ,টক দই ইত্যাদি। এদের মধ্য উপকারী জীবাণু, ল্যাকটোব্যাসিল্যাস, বাইফিডোব্যাকটেরিয়াম জীবিত অস্থায় তাকে এবং তারা আন্ত্রিক জীবাণুদের সজীবতা এবং সম্পূর্ণতার পক্ষে উপযোগী। তা ছাড়া বিন, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, কলা, আলু এবং ফল, ওটস, কাজবাদাম প্রভৃতি খাবার খুবই উপকারী।

মানসিক অবসাদ এবং মেজাজ ঃ অবসাদ একটি মানসকি বিশৃঙ্খল অবস্থা। অন্ত্রে জীবাণুদের মধ্যে সঠিক অনুপাত এবং স্বাভাবিকতার অভাবের ফলে শরীরে বিপাকজনিত কিছু পদার্থের (মেটাবোলাইটস) ঘাটতির সৃষ্টি হয় ফলে অবসাদ দেখা দেয়। স্বাস্থ্যসম্মত আন্ত্রিক জীবাণু মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অত্যাবশ্যক। এই জীবাণুদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সাথে মেজাজের বিশৃঙ্খল অবস্থার যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। অবসাদ নিরাময়কারী ওষুধ ---ফ্লু ওক্সোটিন-এর কার্যকারিতার সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুদের সম্পর্ক লক্ষ্য করা গিয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী চাপ বা নিষ্পেষণের (স্ট্রেইন অ্যান্ড স্ট্রেস) ফলে জীবাণুদের মধ্যে বিরূপ পরিবর্তন হয় ফলে অবসাদ দেখা দেয়। দেখা গিয়েছে স্নেহ জাতীয় ছোট ছোট খাদ্যদ্রব্যের (লিপিড মেটাবোলাইটস) ছোট ছোট বিপাকজাত খাদ্যদ্রব্য) ঘাটতি দেখা দেয় রক্তে ও মস্তিষ্কে। এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্যগুলোব. (অন্তর্জাত-অ্যান্ডোজেনাস ক্যানাবিনয়েডস বা অ্যান্ডোক্যানবিনয়েডস)-এর ঘাটতির ফলে শরীর সুস্থ যোগাযোগের অভাব ঘটে। অবসাদগ্রস্থ কোনও প্রাণীর আন্ত্রিক জাবাণু স্বাভাবিকত ও সুস্থ প্রাণীর অন্ত্রে স্থানান্তরিত করে দেখা গিয়েছে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রাণীর মধ্যেও প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তন (মেটাবলিক চেঞ্জেস) এবং অবসাদজনিত অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মস্তিষ্কের—হিপোক্যাম্পাসে, একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্মৃতি ও আবেগের ক্ষেত্রে, ক্যানাবিনয়েডস -এর ঘাটতির ফলে অবসাদ দেখা দেয়।

বিস্মরণ (অ্যালজাইমার'স ডিজিজ বা এডি ঃ এডি মূলত আমাদের স্মৃতিভ্রংশের মূলে এবং বিজ্ঞনীদের ধারণা আন্ত্রিক জীবাণুদের সাথে এর যোগাযোগ আছে। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে অসঙ্গতির সাথে জড়িয়ে আছে তাঁদের ছাতলা পড়ার মতো মস্তিষ্কে এনাইলয়েড গ্লাক তৈরি যা এডির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই জীবাণুদের তৈরি কিছু প্রোটিন, রোগীদের যার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এই রোগের সূচনা করতে পারে। এক গবেষণায় ৬৫ থেকে ৮৫ বছরের ৮৯ জন রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে। ব্যাকটেরিয়াল মেটামোলাইটস (খাবারের বিপাকজনিত ছোট ছোট পদার্থ) যেমন, লিপোপলিস্যাকারইডস যা এমমাইলয়েড গ্লাক তৈরির জন্য দায়ী, রোগীর মস্তিষ্কে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়াদের সাথে এমাইলয়েড গ্লাক তৈরির যা এডির মূলে, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

হান্টিংটন ডিজিজ বা এইচ ডি ঃ দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুদের পরিবর্তনের (গাট ডিজবায়োসিস) সাথে এইচ ডি'র যোগাযোগ আছে। কিন্তু আন্ত্রিক বিষয় জড়িয়ে আছে রোগের উপসর্গের সাথে যেমন, চলাফেরা, চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞানাত্মক অসুবিধা (কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট)। এইচডি শুধু মস্তিষ্কের রোগ নয়, শরীরেরও। এইচডি বংশানুতে (জিন) পরিব্যক্তির (মিউটেশন) ফলে এই রোগ হয়। অধ্যাপক স্টাউটের মতে এই সমস্ত ট্রাইলিয়ন জীবাণুরা যারা মস্তিষ্কের সাতে প্রতিনিয়ত কথা বলে অর্থাৎ নিবিড় যোগাযোগ আবদ্ধ তাদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব রোগের উপসর্গ যেমন অবসাদ, স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতিকে প্রভাবিত করা। এইচডি রোগীর আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে ফলে মস্তিষ্কে ও অন্যান্য অঙ্গে অন্ত্রে পক্ষে সংকেত পাঠানো ব্যাহত হয়। ভবিষ্যতে আন্ত্রিক জীবাণুরা এইচডি রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত লক্ষ্য ও নিশানা হয়ে উঠতে পারে।

পারকিন্সনস ডিজিজ বা পিডি ঃ পিডি রোগীদের চিকিৎসা লেভেডোপা ব্যবহার করা হয়, যা ভেঙে ডোপামিনে পরিণত হয়। ডোপামিন আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ু সংবাদপরিবাহকের (নিউরোট্রান্সমিটার) কাজ করে এবং পিডি রোগীদের ডোপামিন উৎপাদন হ্রাস পায় ফলে মস্তিষ্ক থেকে রোগীর শরীরে এবং শরীর থেকে মস্তিষ্ক সংবাদ পরিবহণ ব্যাহত হয় ফলে সঞ্চলন এবং চলাফেরা বিপর্যস্ত হয়। জীবাণুরা লেভেডোপা বিপাক করে ডোপামিনে পরিণত করে। যেহেতু ডোপামিন রক্ত মস্তিষ্ক বেড়া (ব্লাড-ব্রেইন বেড়িয়ার) অতিক্রম করতে পারে না, ফলে বিপাক ব্যাহত হয়। আন্ত্রিক এন্টেরোকক্কাস জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন একটি উৎসেচক (ডিকারবক্সিলেজ) লেভেডোপার জৈবিক প্রাপ্যতা (বায়োঅভোলিবিলিটি) হ্রাস করে। লেভেডোপা শরীরে ক্ষুদ্র অন্ত্রে শোষিত হয়। আন্ত্রিক জীবাণুদের নিয়ন্ত্রণ করে পিডি চিকিৎসার সুরাহা সম্ভব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আইরন খেয়ে কদমতলায় গুরুতর অসুস্থ পাঁচজন ছাত্রছাত্রী। ছবি- নিজস্ব।

বিদেশে যাওয়ার অনুমতি পেলেন কার্তি, জমা রাখতে হবে ২ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে খানিকটা স্বস্তি পেলেন আইএনএক্স মিডিয়া মামলার অভিযুক্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরম। সোমবার কার্তিকে শর্তসাপেক্ষে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে বিদেশে যাওয়ার আগে কার্তিকে জমা রাখতে হবে ২ কোটি টাকা এবং কোথায় কোথায় যাবেন সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে। সোমবার বিচারপতি অশোক ভূষণের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কার্তিকে ২ কোটি টাকা জমা রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। ৩০৫ কোটি টাকার আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় অভিযুক্ত কার্তি চিদম্বরম, এই মামলার তদন্ত করছে সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। এদিন কার্তিকে শর্তসাপেক্ষে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিদেশে যাওয়ার আগে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে ২ কোটি টাকা জমা রাখতে হবে তাঁকে এবং বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত সমস্ত কিছু বিশদে জানাতে হবে। ২ কোটি টাকা জমা রাখার বিষয়টি এদিন বিরোধিতা করে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু আদালতে জানান, আগে বিদেশে যাওয়ার শর্ত হিসেবে ১০ কোটি টাকা জমা রাখতে বলা হয়েছিল কার্তিকে, তাই সমপরিমাণ টাকা জমা রাখতে বলা হোক। তখন কার্তির আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, একজন সাংসদের ক্ষেত্রে এই শর্ত যথার্থ নয় এবং তিনি কোথাও পালিয়ে যাচ্ছেন না। এরপর শীর্ষ আদালত জানায়, কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে ২ কোটি টাকা জমা রাখতে হবে কার্তিকে এবং ছ'মাসের জন্য তাঁকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এর আগে কার্তিকে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি এবং স্পেন যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল আদালত।

ডিম-ভাতের পাল্টা মাছ-ভাত, বাঙালির মন পেতে নয়া কৌশল বিজেপির

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কথায় বলে মাছে-ভাতে বাঙালি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালি আবেগকে ধরতে নতুন উদ্যোগ নিল বিজেপি। ডিম-ভাতের পাল্টা মাছ-ভাত চালু হল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায়।

গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ''মা'' প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। মাত্র পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত, ডাল ও একটি সবজির মাধ্যমে ভরপেট খাওয়ারের আয়োজন করেন ওই প্রকল্পে। আপাতত কলকাতার সমস্ত ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে চালু হচ্ছে এই ক্যান্টিন। তারই পাল্টা বাঙালি আবেগকে কাজে লাগিয়ে ''মাছে ভাতে বাঙালি'' নামক প্রকল্প চালু করল বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রী যখন মাত্র পাঁচ টাকায় ''ডিম-ভাত'' দিয়ে জনতার দরবারে এনেছেন ''মা'' ক্যান্টিন। ঠিক তখনই পাল্টা চালে জেলার মানুষদের দরবারে যেতে বিনা পয়সায় ''মাছ- ভাত, আলুভাজা, চাটনি তুলে দিচ্ছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি সূত্রে খবর, এগরার এইভাবে আগামী কয়েক মাস বিনা পয়সায় মাছ-ভাত খাওয়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগরাতেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। মূলত শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ নেতাদের উদ্যোগেই এই আয়োজন বলে জানা গিয়েছে।

এগরা জুড়ে এই উদ্যোগে মূল হোতা হলেন কনিষ্ক পাণ্ডা ও বিদেশ পাত্র। শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতাদের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পের অনুকরণ আগেও করেছে বঙ্গ বিজেপি। এবার মানুষকে খাওয়ানোর ব্যাপারেই সেই তৃণমূলের প্রকল্পের অনুকরণ করছে এতে কিছুই লাভ হবে না।

কনিষ্কবাবু জানিয়েছেন, ''এটা আমাদের সারাবছরের কর্মসূচী। আর মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে যাবে।''

এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ ছুঁড়ে বিদেশ পাত্র জানিয়েছেন, ''দিদি পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত খাওয়াচ্ছে, আর আমরা কোনও পয়সা না নিয়েই সাধারণ মানুষকে মাছ-ভাত খাওয়াবো। বাঙালি আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই মাছ-ভাত। তাই এগরার বিভিন্ন এলাকায় এই পরিষেবা চলছে কিছুদিন।''

যাই হোক রাজ্য রাজনীতিতে ভোট যতই এগিয়ে আসছে আমজনতার মন পেতে শাসক-বিরোধীদের মন পেতে নানান প্রকল্পে লাভ হচ্ছে বঙ্গ বাসীর, সেটা বলাই যায়।

করোনার বাড়বাড়ন্ত নাগপুরে, ৭ মার্চ অবধি বন্ধ থাকছে স্কুল-কলেজ

নাগপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি জেলায় গত কয়েকদিন ধরে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের প্রকোপ। করোনার বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল নাগপুর, অমরাবতী-সহ মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি জেলা। করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার কড়া হল মহারাষ্ট্র সরকার। সোমবার মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতিন রাউত জানিয়েছেন, নাগপুর জেলায় করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকার কারণে, জেলায় স্কুল, কলেজ এবং কোচিং সেন্টার আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সপ্তাহান্তে বন্ধ থাকবে প্রধান বাজার।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী নীতিন রাউত আরও জানিয়েছেন, হোটেল এবং রেস্তোরায় ৫০ শতাংশের বেশি অনুমতি দেওয়া যাবে না। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিবাহ হল। উল্লেখ্য, ২১ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে নীতিন রাউতের ছেলের বিয়ের রিসেপশন হওয়ার কথা ছিল, তাও বাতিল করে দিয়েছেন তিনি।

রাত পর্যন্ত বৈঠক সিবিআই আধিকারিকদের

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার রাত পর্যন্ত সিবিআই আধিকারিকরা দফতরের আঞ্চলিক অফিসে বৈঠক করেন। তৈরি করেন কয়লা ও গরুপাচার কান্ডের তদন্তের সম্ভাব্য রূপরেখা। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা যুব তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের দেওয়া সমস্ত তথ্য সাজান ও রেকর্ড করেন। ডিআইজি (সিআইডি) অখিলেশ সিং বাছাই মহিলা অফিসারদের নিয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা সাজান। কারণ আগামীকাল হরিশ মুখার্জি রোডে 'শান্তিনিকতন'-এ অভিষেকের পত্নীকে জেরা করবেন তাঁরা।

কয়লা পাচার কাণ্ডে গত রবিবার সিবিআই নোটিস দেন অভিষেকের শ্যালিকাকে। সোমবার মেনকা গম্ভীরকে সকাল ১১ টায় জিজ্ঞাসাবাদ করার আর্জি জানান সিবিআই আধিকারিকরা। মেনকা সেইমত জেরায় রাজি হন। যদিও জেরা শুরু হয় আরও অন্তত ঘন্টাখানেক পরে। সূত্রের খবর, নিজাম প্যালেসে সিবিআই-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। আগামীদিনে কীভাবে লালা ওরফে অনুপ মাঝি ও বিনয় মিশ্রকে ধরবেন তাঁর তথ্যই সাজাচ্ছে সিবিআই।

এসি গাড়ির বাইরে বেরিয়ে জনগণের কষ্ট দেখা উচিত মোদীজির : রবার্ট

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে গত কয়েকদিন ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। কোনও কোনও রাজ্যে ১০০-টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে দুই জ্বালানি তেলের দাম। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার সকালে সাইকেল চালিয়ে নিজের অফিসে গেলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট ভডরা। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষ কতটা কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, তা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এসি গাড়ির বাইরে বেরোতে অনুরোধ করেছেন রবার্ট।

এদিন সকালে দিল্লির খান মার্কেট থেকে নিজের অফিস পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে যান প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট। অফিস পৌঁছনোর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবার্ট ভডরা বলেন, 'জনগণ কতটা কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, তা দেখার জন্য এসি গাড়ির বাইরে বেরোনো উচিত আপনার (প্রধানমন্ত্রী), হয়তো তারপরই জ্বালানি তেলের দাম কমাবেন আপনি। তিনি সমস্ত কিছুর জন্য শুধুমাত্র অন্যদের (পূর্ববর্তী সরকার) দায়ী করেন।' প্রসঙ্গত, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন ভোপালে সাইকেল চালিয়ে বিধানসভায় যান কংগ্রেস নেতা পি সি শর্মা, জিতু পাটোয়ারি এবং কুনাল চৌধুরী। সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত।

জনগনের পকেট খালি করার মহান কাজ করছে মোদী সরকার : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ফের আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার রাহুলের আক্রমণ, 'জনগণের পকেট খালি করে ''বন্ধুদের'' দেওয়ার মহান কাজ মোদী সরকার বিনামূল্যেই করছে!' জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার সকালে টুইট করেন রাহুল গান্ধী। হিন্দিতে টুইট করে রাহুল লিখেছেন, 'পেট্রোল পাম্পে গাড়িতে তেল ভরার সময় যখন আপনার নজর দ্রুত বাড়তে থাকা মিটারের দিকে যাবে, তখন এটা অবশ্যই মনে রাখবেন কাঁচা তেলের দাম বাড়েনি, বরং কমেছে।' এরপরই নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল লেখেন, 'আপনাদের (জনগণ) পকেট খালি করে ''বন্ধুদের'' দেওয়ার মহান কাজ মোদী সরকার বিনামূল্যেই করছে!' প্রসঙ্গত, ভারতে লাগাতার বেড়েই চলছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য। কোনও কোনও রাজ্যে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০০ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল দেশবাসী। কমছে না বরং পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। তবে, রবিবার এবং সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়েনি। শেষ দাম বেড়েছিল গত শনিবার।

মেয়েকে বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগে ইডি-র তলবে ক্ষুব্ধ ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মেয়ে প্রিয়দর্শিনীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিসিংসা নেওয়ার চেষ্টায় করছে বলে সোমবার অভিযোগয়করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ববি হাকিম।

কয়লাকাণ্ডে তৃণমূলের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রবিবারই নোটিশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তার ২৪ ঘণ্টা পেরনোর আগেই আরও এক খবর ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এ বারে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার বিদায়ী মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বড় মেয়ে প্রিয়দর্শিনীর হাকিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে আরও এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডি। মেট্রো ডেয়ারি মামলায় সাক্ষী হিসাবে মন্ত্রী-কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। এ ব্যাপারে ববিবাবু বলেন, "দুর্ভাগ্য, আমাকে না পেরে বাড়ির লোক, মেয়ের পিছনে লেগেছে। আমরা সৎভাবে থাকি। বিদেশে পাচার করার টাকা আমাদের থাকে না। কেউ এরকম প্রমাণ করতে পারবে না। সংবাদমাধ্যম যেন নিজেই বিচারে নেমেছে। আমি মানহানির অভিযোগ আনব। আগের বার আমাকে ধরেছিল। পাঁচ বছরেও চার্জশিট দিতে পারেনি। মেয়ে একটা বাচ্চা নিয়ে থাকে। সংসার চালায়। মানসিকভাবে বিরক্ত করার চেষ্টা করছে। ইডি নোটিশ দেবে কিনা জানিনা, আইনিভাবে মোকাবিলা করব ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেনে অসঙ্গতি বা আর্থিক লেনদেনে অসঙ্গতির তদন্তেই প্রিয়দর্শিনীর সাক্ষ্যগ্রহণ করবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রিয়দর্শিনী হাকিমের বাড়িতে গিয়েই নোটিশ দিয়ে এসেছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। তবে কবে তাঁকে ডাকা হয়েছে, বা কবে যাবেন তিনি বা সেই নোটিশের জবাবি কোনও চিঠি তিনি তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের পাঠিয়েছেন কিনা, সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

১৪ হাজারের ঊর্ধে দৈনিক করোনা সংক্রমণ, ভারতে আতঙ্ক বাড়ছেই!

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ভারতে। ভারতে এবার ১৪ হাজারের ঊর্ধে পৌঁছে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ১০০-র নীচে রয়েছে। রবিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৪ হাজার ১৯৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯,৬৯৫ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৬,৯৯,৪১০ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৪,১৯৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ০৫ হাজার ৮৫০-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৯,৬৯৫ জন। ৮৩ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৬,৩৮৫ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৬,৯৯,৪১০ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার ০৫৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪,৪২১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩১ হাজার ৬৮১ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ফের আহত মন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি স): বোমা বিস্ফোরণে জখম শ্রমমন্ত্রী জাকির হোসেনকে দেখতে ফের হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে কলকাতা আসার জন্য ট্রেন ধরতে নিমতিতা স্টেশনে গিয়েছিলেন মন্ত্রী জাকির হোসেন। সেখানে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় জখম হন মন্ত্রী-সহ কমপক্ষে ২৩ জন। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানালেন, ভাল আছেন জাকির হোসেন। মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "জাকির এখন অনেকটা ভাল রয়েছে। আশা করছি দ্রুত ও সেরে উঠবে।"

বিস্ফোরণে মন্ত্রীর হাতের একটি আঙুল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি পায়ের একাধিক জায়গায় স্ফিন্টারের আঘাতের চিহ্ন মেলে।ঘটনার দিন রাতেই মন্ত্রীকে নিয়ে আসা হয় এসএসকেএমে। শুরু হয় চিকিৎসা। পরের দিন তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। সেদিন মন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছিলেন, জাকির হোসেনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। ৫ দিনের ব্যবধানে সোমবার ফের মন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর কলেজে প্রতিবাদ

কলকাতা,২২ ফেব্রুয়ারি (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে নজরে নির্বাচন। কিন্তু তারই আগে সপ্তাহের শুরুর দিনেই ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর কলেজে প্রতিবাদ।

করোনা আবহে লকডাউনের জেরে চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। পকেটে টান পড়েছিল অনেকের কিন্তু এরই মাঝে ধুমধুমার পরিস্থিতি বিদ্যাসাগর কলেজে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অ্যাডমিশন ফি ২০ টাকা থেকে বেড়ে একেবারে হাজার টাকা। এক লাফে অনেকটা অ্যাডমিশন ফি বৃদ্ধির অভিযোগ বিদ্যাসাগর কলেজে। প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় কলেজের প্রাতঃবিভাগের শিক্ষার্থীরা।

শ্রীনগরে উপকণ্ঠে রেল ক্রসিংয়ে উদ্ধার আইইডি, বড় বিপদ থেকে রক্ষা

শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শ্রীনগরের উপকণ্ঠে কেনিহামা এলাকায় পন্থা চক-নওগাম রোডে, কেনিহামা-নওগাম রেল স্টেশনের কাছে রেলওয়ে ক্রসিং থেকে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করল সুরক্ষা বাহিনী। সোমবার সকালে রেলওয়ে ক্রসিংয়ে সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয় জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ওই আইইডি নিষ্ক্রিয় করেছে।

সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নওগাম রেল স্টেশন থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে ব্রিজের কাছে, পন্থা চক-নওগাম রোডে রাখা ছিল ওই আইইডি। এদিন সকালে রোড ওপেনিং পার্টি এবং পুলিশ সর্বপ্রথম ওই আইইডি দেখতে পান। দেখা যায় একটি টিফিন বক্সের ভিতরে রয়েছে আইইডি। তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় যানবাহন চলাচল। কাশ্মীরে আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, ওই আইইডি সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে এবং যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। বড় বিপদ থেকেও রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।

ভারতে ২১.১৫ কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ফের বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শেষ ২৪ ঘন্টায় ৬.২০-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.১৫-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৬,২০,২১৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,১৫,৫১,৭৪৬-এ পৌঁছে গেল।

সুস্থতা বাড়লেও, ভারতে শেষ ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই বেড়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। রবিবার সারা দিনে সুস্থতার থেকে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৯,৬৯৫ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৬,৩৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৬,৯৯,৪১০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৫০,০৫৫ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪,৪২১ জন (১.৩৬ শতাংশ)।

আগামীকাল নেতাজির 'উদ্ধৃতি প্রদর্শনী' সুভাষ বসুর ১২৫ তম জন্মশতবর্ষ উদযাপন সমিতি কাছাড়ের

শিলচর (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজনের অঙ্গ হিসেবে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার নেতাজির 'উদ্ধৃতি প্রদর্শনী'র আয়োজন করেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি, কাছাড়।এদিন সকাল আটটায় শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উন্মোচন করবেন সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দিলীপ কুমার দে। এক প্রেস বার্তায় বিজিত কুমার সিংহেৰ উদ্ধৃতি দিয়ে সমিতির সম্পাদক প্রাক্তন শিক্ষক সুব্রতচন্দ্র নাথ জানান, আগামীকাল সারা বর্ষব্যাপী এই অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবেন সমিতির সভাপতি তথা অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তপোধীর ভট্টাচার্য। উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর পাশাপাশি সেখানে নেতাজির ছবি, জীবনী, নিবন্ধ, ব্যাজ ইত্যাদি সারা দিন বিক্রি করা হবে। সমিতির সম্পাদক প্রাক্তন শিক্ষক সুব্রতচন্দ্র নাথ প্রেস বার্তায় আরও জানান, নেতাজির চিন্তা-ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে তাঁদের এই প্রয়াসের সূচনা হবে সেদিন। আগামীতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজিত হবে আলোচনা সভা, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতাজি বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনেরও উদ্যোগ নেওয়া হবে। আগামীকালের অনুষ্ঠানে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

দল ছেড়ে বিজেপি-তৃণমূলে যাওয়া কর্মীদের ফিরে আসার আহ্বান সূর্যকান্তর

কলকাতা,২২ ফেব্রুয়ারি (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। এরই মাঝে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বিজেপি, তৃণমূলে যাওয়া বাম কর্মীদের ফিরে আসার আহ্বান সিপিআইএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর। সোমবার বর্ধমানের জামালপুরের সভা থেকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের বার্তা, "যাঁরা আমাদের ছেড়ে গিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের ঝান্ডা ধরেছেন, তাঁদের কাছে আবেদন ফিরে আসুন।" এরই পাশাপাশি দলীয় কর্মীদেও জনসংযোগ বাড়ানোর কাজে গতি আনতে পরামর্শ দিয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্রয তিনি বলেন, "যাঁরা তৃণমূল-বিজেপি করছেন, তাঁদের বাড়িতে যান। ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করুন।"

করোনা-আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ছগন ভুজবল, রয়েছেন নিভৃতবাসে

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন মহারাষ্ট্রের খাদ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা ছগন ভুজবল। সোমবার সকালে ছগন ভুজবল নিজেই টুইট করে করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমি ভালো আছি, চিন্তার কোনও কারণ নেই।' চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছেন তিনি। রয়েছেন নিভৃতবাসে। পাশাপাশি সম্পত্তি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন মন্ত্রী।

সোমবার সকালে মারাঠি ভাষায় টুইট করে মহারাষ্ট্রের খাদ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা ছগন ভুজবল জানিয়েছেন, 'আমি করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হয়েছি। আমি ভালো আছি, চিন্তার কোনও কারণ নেই। সাম্প্রতিক সময়ে আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি, নিজেরাও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।'

পূর্ব মেক্সিকোতে ভেঙে পড়ল মিলিটারি বিমান, মৃত্যু ৭ জন সৈনিকের

মেক্সিকো সিটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পূর্ব মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ স্টেটে মিলিটারি বিমান ভেঙে প্রাণ হারালেন ৭ জন সৈনিক। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, রবিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ স্টেটের এমিলিয়ানো জাপটা মিউনিসিপ্যালিটিতে। ন্যাশনাল ডিফেন্স মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার ভেরাক্রুজ স্টেটের এমিলিয়ানো জাপটা মিউনিসিপ্যালিটিতে ভেঙে পড়ে মেক্সিকো বায়ুসেনার একটি বিমান।

ডিফেন্স মন্ত্রক জানিয়েছে, এল লেন্সেরো বিমানবন্দর থেকে টেক-অফের কিছু পরই বায়ুসেনার বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে, মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ধরে যায়। বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭ জন সৈনিক। কী কারণে এই বিমান দুর্ঘটনা, তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

করোনাভাইরাস, বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আমাদের অবস্থান

ঠিক যে মুহূর্তে এই লেখাটি লিখছি, তখন নভেল করোনাভাইরাস নামক জীবাণু পৃথিবীর ১৪,৩২,৫৭৭ জন মানুষকে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত করেছে। এদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ৮২,১৯৪ জন এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২,৭৫,০৬৩ জন। তার মানে, এই ভাইরাসের আক্রমণে প্রতি ১০০ জনে ৫.৭ জন মানুষ মারা যাচ্ছেন এবং ১৯.২ জন মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আপনি যখন এই তথ্যগুলি জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারে (ঞ্চ্লক্স্:‌//ত্বদ্রন্দ্রদ্রগ্ধন্থ্নন্ড্ন্.দ্দঞ্ঝ.ত্রন্থ্নন্ড/) অনুসন্ধান করতে যাবেন, তখন সংস্থাগুলো এক পাবেন না। কারণ প্রতিনিয়ত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, সংক্রমণ আর মৃত্যু মিছিলে সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিতে আক্রান্তের হার পর্যালোচনা করলে হয়তো আমরা এই ভাইরাসের সংক্রমণের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারব যা নিচের ছকে তুলে ধরা হলো।ওপরের পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কারভাবেই করোনা প্রাদুর্ভাবের বর্তমান অবস্থান বোঝা যাচ্ছে। মৃত্যুহার ও সুস্থ হওয়ার হারের মাঝেও দেশভিত্তিক তারতম্য স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে (ছক-১)। এই ভিন্নতার কারণ হতে পারে আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স, বসবাসের পরিবেশ, পূর্বের দীর্ঘস্থায়ী রোগের (যেমন, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, বৃক্কের সমস্যা বা কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি) উপস্থিতি। আরেকটি কারণ নিহিত থাকতে পারে, করোনাভাইরাসের বংশগতি বহনকারী উপাদান আর.এন.এ. এর মধ্যে। এই উপাদানকে বিশ্লেষণ (ওত্রদ্রদ্রদ্বত্র ছত্রক্ষ্ম ত্তন্ডত্রদ্রত্বত্র এর মাধ্যমে) করে দেখা যায়, চীনে যে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ ঘটেছিল সেটি ইউরোপ, আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান। কিন্তু আর.এন.এ. ভাইরাসগুলি দ্রুত পরিবর্তনশীল। করোনাভাইরাসটিও ইউরোপ এবং আমেরিকায় গিয়ে তার সুবিধা অনুযায়ী রূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় নতুন আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে ভাইরাসটির নমুনা সংগ্রহ করে জেনোম সিকোয়েন্সিং করে বিশ্লেষণ করলে সিকোয়েন্সগুলোকে ভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক গুচ্ছে বা ঙ্খনন্ডন্স্ঠত্রন্স-এ ভাগ করা যায় । তার মানে, যে আর.এন.এ. দ্বারা ভাইরাসটি গঠিত সেটি পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এদের মধ্যে মিউটেশন ঘটছে। এ সমস্ত কারণেই এই ভাইরাসের সংক্রমণের প্রভাব ও ফলাফল অঞ্চলভেদে, জনসংখ্যা ভেদে পৃথক হয়। আরেকটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ইতালিতে ৬,৫৭৭ জনে পৌঁছায় ৫১তম দিনে, যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪,১৯৬ জন পৌঁছায় ৪২তম দিনে, স্পেনে ৮,২৭১ জন পৌঁছায় ৫৫তম দিনে, ফ্রান্সে ২৩,০৬০ জন পৌঁছায় ৭০তম দিনে, যুক্তরাজ্যে ৫,৯০৩ জন পৌঁছায় ৬৬তম দিনে, ইরানে ৩,১৮৬ জন পৌঁছায় ৪১তম দিনে, চীনে ১৪,১০৮ জন পৌঁছায় ৪৪তম দিনে, হল্যান্ডে ১,২২৪ জন পৌঁছায় ৩৯তম দিনে, বেলজিয়ামে ১,৮৫০ জন পৌঁছায় ৫৪তম দিনে আর জার্মানিতে ৬,৯৩৩ জন পৌঁছায় ৬১তম দিনে। উল্লেখিত সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী শনাক্তের পরও সংক্রমণের সংখ্যা এর আশপাশেই ঘোরাঘুরি করেছে কোথাও ৭ দিন, কোথাও ১০ দিন আবার কোথাও ১৫ দিন। বর্তমানে অবশ্য এই দেশগুলিতে সংক্রমণের হার কমে এসেছে।

বর্তমানে অনেকটা জ্যামিতিক হারেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ভাইরাসটির সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত আর পাকিস্তানে করোনা রোগী প্রথম শনাক্তের পর যথাক্রমে ৬৭ (৫ই এপ্রিল) এবং ৪১তম দিন (৬ই এপ্রিল) পার হওয়ার পর সর্বোচ্চ সংখ্যক, যথাক্রমে ৭০১ ও ৬০৯ জন রোগী শনাক্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, গত ১-২ দিনে এই হার কম। হতে পারে দেশগুলির প্রশাসন লোকজনের গতিবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমরা কেবল ৩২তম দিন পার করছি। গত চার দিনে অর্থাৎ ৫, ৬, ৭ ও ৮ই এপ্রিল আমাদের দেশে শনাক্তের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮, ৩৫, ৪১ ও ৫৪ জন। তার মানে এখানে সংক্রমণের গতি পেয়েছে, নতুন নতুন স্থান যুক্ত হচ্ছে। হতে পারে আমাদের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পরিধি বেড়েছে, তাই শনাক্তের সংখ্যাও বাড়ছে। আগে যেখানে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করার অনুমোদন পেয়েছিল, এখন সেখানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও সিলেটসহ ১৪টি ল্যাবে রোগীদের মধ্যে ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এরপরও এটা অপ্রতুল। কারণ আক্রান্তের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে ভাইরাসের গতি প্রকৃতি, কোনো এলাকার জনসাধারণকে কীভাবে এবং কত দিন নিয়ন্ত্রণের দরকার, যেটা নীতিনির্ধারণসহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সাহায্য করে। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রতি হাজার মানুষের মাঝে জার্মানিতে ১১.১৩, ফ্রান্সে ৩.৪১, বেলজিয়ামে ৬.১৬, ইতালিতে ১২.২১, হল্যান্ডে ৫.২৭, যুক্তরাজ্যে ৩.৯৬, যুক্তরাষ্ট্রে ৬.২, ইরানে ২.৫, স্পেনে ৭.৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে জার্মানি ভাইরাস শনাক্তের ফল খুব ভালোমতো পেয়েছে। সেখানে লক্ষাধিক আক্রান্ত হলেও মৃত্যুহার সবচেয়ে কম (১.৯), কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার শতকরা হার ৩৩.৫ ভাগ। দক্ষিণ কোরিয়াও আক্রান্তের প্রথমভাগে থাকলেও দ্রুত রোগী শনাক্তের মাধ্যমে (হাজারে ৯.০৬ জন) সংক্রমণের হার একদম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে (মার্চের ৩ তারিখে আক্রান্ত ছিল ৮৫১ জন আর এপ্রিলের ৭ তারিখে ছিল ৪৭ জন; ঞ্চ্লক্স্:‌//ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ন্দ্রদ্রন্থত্মদ্রদ্বত্রন্ঠত্রন্স্থদ্র/ত্বদ্রন্দ্রদ্রগ্ধন্থ্নন্ড্ন্)। পক্ষান্তরে, ভারতে প্রতি হাজারে ০.১, পাকিস্তানে ০.১৯, শ্রীলঙ্কায় ০.১৫ এমনকি ভুটানে ১.৫ জন মানুষের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এদিক দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে প্রতি হাজারে মাত্র ০.০২ জনের মধ্যে ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই মৃত্যুহারে পার্শবর্তী দেশগুলোর চেয়ে আমরা অনেক এগিয়ে (ছক-২ দ্রষ্টব্য)। সংক্রমণের সর্বোচ্চ চূড়াটিতে পৌঁছাতে এখনো আমাদের বাকি। এত কড়াকড়ি আরোপ করার পরেও চীনের তিন মাসের বেশি সময় লেগেছে করোনাভাইরাস আক্রান্তের হার শূন্যের কোটায় আনতে। আবার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শ্রীলঙ্কায় ৭২ দিনে মোট আক্রান্ত মাত্র ১৮৬ জন আর শতকরা মৃত্যু হার ৩.৬৬। গবেষণায় দেখা, গেছে চীনে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি তিনজনে একজনের লক্ষণ প্রকাশ পায় আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারজনে একজনের। আক্রান্ত হলে লক্ষণ প্রকাশ পাবে না কিন্তু আপনি ভাইরাস বহন করবেন যেটা আরও মারাত্মক। কোনোভাবে সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে আসলে তিনি আক্রান্ত হবেন এবং তার মধ্যে লক্ষণ ও উপসর্গগুলো প্রকাশ পাবে যা জীবন হানিকর।

তাই দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যা বলছেন, তার ওপর আস্থা রাখতে হবে। সরকার ও আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগে, মানুষে-মানুষে সংস্পর্শ এড়ানোর মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে হবে। ভিয়েতনামে এখন পর্যন্ত কোন রোগী মারা যায়নি। কারণ দুনিয়াজুড়ে করোনা ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভিয়েতনাম সরকার গোটা দেশটাকেই লকডাউন করে দেয় যার ফলে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

ঘরেই ভালো সময় কাটান

বাসায় দূরত্ব রেখে বসে লুডুর মতো ঘরোয়া খেলা খেলতে পারেন। পরিবারে কাটবে একটা গুণগত সময়। মডেল: জাকির হোসেন, তানভিরা আশরাফ ও রিভু। ছবি: সুমন ইউসুফবাসায় দূরত্ব রেখে বসে লুডুর মতো ঘরোয়া খেলা খেলতে পারেন। পরিবারে কাটবে একটা গুণগত সময়। মডেল: জাকির হোসেন, তানভিরা আশরাফ ও রিভু। ছবি: সুমন ইউসুফ‘আতঙ্কিত হবেন না, সচেতন হোন’, ‘কোয়ারেন্টিনে থাকাকালে বই পড়ুন’,

উপদেশগুলো দেওয়া যত সহজ, পালন করা ততই কঠিন। বৈশ্বিক মহামারি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এই অস্বাভাবিক সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এ সময় কোনো কিছুতে সহজে মন বসে না।

বিজ্ঞান বলে, এ সময়ে মানসিক চাপ কমাতে না পারলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমবে আর চিন্তাভাবনা এলোমেলো হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসতর্কতাও ঠিকমতো মানা যায় না। এ জন্য ঘরবন্দী অবস্থায় মন ভালো রাখতেই হবে। থাকতে হবে মানসিক চাপমুক্ত। যাঁরা চাকরি বা ব্যবসা করেন কিংবা পড়ালেখা করেন, তাঁরা এ সময় বাইরে যেতে পারছেন না। ঘরের ভেতর মনটা তো ছটফট করবেই। এই অস্থিরতা আর ছটফটানি কমাতে যা যা করা উচিত, তা হলো:

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: সবার আগে আপনার মনোভাব আর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলুন। এটি একটি যুদ্ধাবস্থা। এই যুদ্ধে জিততে হলে আপনাকে ঘরে থাকতেই হবে। তাই নিজেকে ঘরবন্দী ভাববেন না। কিছুই করছেন না, এটা ভাববেন না।

রুটিন পাল্টাবেন না: ঘরে আছেন, অফিস বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধএই চিন্তায় দৈনন্দিন রুটিন আমূল বদলে ফেলবেন না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যতটুকু সময় অফিসে কাটাতেন বা পড়ালেখা করতেন, এ সময়টুকুতে বাড়িতে বসে অফিসের কাজ বা পড়ালেখা করার চেষ্টা করবেন।

ঘুমের নিয়ম: রাতে বেশি জাগবেন না। বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমাবেন না। দিনের বেলা বিছানায় বা সোফায় শুয়ে থাকবেন না।

‘করোনা’, ‘করোনা’ নয়: সারা দিন যদি কেবল করোনা নিয়েই পড়ে থাকেন, টিভি আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেবল করোনার সংবাদ দেখতে থাকেন, তবে সত্যিকারের ভাইরাসের আক্রমণের আগেই আপনি একধরনের তথ্য-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন। জীবন করোনাময় হয়ে যাবে। তাই অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন।

সামাজিক যোগাযোগ: সামাজিক দূরত্ব রাখতে বলা হয়েছে এই করোনাকালে। বিকল্প উপায়ে সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখবেন। প্রতিদিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফোন, মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করুন। তাঁদের কুশলাদি জানুন।

পরিবার গুরুত্বপূর্ণ: পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে, নিরাপদভাবে গুণগত সময় কাটান। ঘরোয়া খেলাগুলো খেলুন। বিশেষ করে শিশুদের চাওয়া-পাওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী হোন। সবাই মিলে একটি সিনেমা দেখে, সেটা নিয়ে আলোচনা করুন। বই পড়ায় হয়তো মন বসবে না। তাই সবাই মিলে কয়েকটি বই নির্দিষ্ট করে সবাইকে সেগুলো পড়ে একটি ছোট আলোচনার ব্যবস্থা করুন। লুডু, ক্যারমের মতো ঘরোয়া খেলা খেলতে পারেন।

ঘরোয়া কাজে অংশ নিন: ঘরের কাজে পরিবারের ছোট---বড়, নারী-পুরুষসবাই অংশ নিন। এতে একজনের ওপর কাজের চাপ কমে যাবে আর প্রত্যেকের মানসিক চাপ কম থাকবে।

নিজেকে সময় দিন: প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিজেকে নিয়ে ভাবুন। জানালার ধারে বা বারান্দায় অল্প সময়ের জন্য বসুন। প্রয়োজনে ডায়েরি লিখতে পারেন।

ইতিবাচকভাবে কাজে লাগান: লেখালেখির অভ্যাস থাকলে লিখুন। অনলাইনে অনেক ওয়েবসাইট আছে (গুগল গ্যারেজ, বিদেশি ভাষা শেখা), যেখানে অনেক কিছু শেখা যায়, সেগুলো শেখার চেষ্টা করুন।

কী খাবেন: এ সময় শারীরিক কাজগুলো কম হয়। আর চাপের কারণে বাড়তে পারে ওজন। সব মিলিয়ে পুষ্টিকর অথচ ওজন বাড়ে না, এমন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করবেন। চিনি, চর্বি, কোমল পানীয় বর্জন করবেন। শাকসবজি ভালো করে ধুয়ে সেদ্ধ করে খাবেন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন: কোভিড-১৯—এর কোনো লক্ষণ দেখা দিলে বিচলিত না হয়ে টেলিফোনে স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আতঙ্কিত হয়ে আগেই হাসপাতালে ছুটবেন না। মনে রাখবেন, আপনার ছোটাছুটি রোগটির বিস্তার বাড়াতে পারে। তাই সবার আগে টেলিফোনে পরামর্শ নিন।

এই সময়ে শরীর ঠিক রাখতে ব্যায়াম

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে এখন বাড়িতে থাকতে হচ্ছে সবাইকে। কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের সুযোগ কমে আসায় এই সময়ে বাড়তে পারে শরীরের ওজন এবং অন্য শারীরিক সমস্যা। তাই শরীর ঠিক রাখতে ঘরেই করতে পারেন কিছু ব্যায়াম। এতে সময়ও ভালো কাটবে।

পেলভিক কার্ল বা ব্রিজিং: ম্যাটের ওপর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার কোমর ওপরের দিকে ওঠান। ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং ছাড়ুন। এটি ২০ থেকে ৩০ বার করে দিনে দুবার করতে পারেন। এতে পেট, কোমর ও পায়ের মাংসপেশি শক্তিশালী ও প্রসারিত হবে।

স্কোয়াটিং: সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাঁটু ভাঁজ করে ধীরে ধীরে বসার ভঙ্গি করুন, তবে পুরোপুরি বসবেন না। আধা বসা অবস্থায় ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড থাকুন, এরপর দাঁড়ান। এটি দিনে ১০ থেকে ১৫ বার করে দুবার করতে পারেন।প্রেস আপ বা বুক ডাউন: শরীর সোজা করে ম্যাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দুই হাত ও পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে পুরো শরীর ওপরে ওঠান-নামান। এভাবে ৩০ থেকে ৪০ বার করে দুই বেলা করতে পারেন।

দরজায় হাত প্রেস: পা সোজা করে দরজার সামনে দাঁড়ান। এবার হাতের তালু দিয়ে দরজার ফ্রেমের ওপরের দিকে শক্ত করে ধাক্কা দিন। ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড এভাবে রাখুন এবং ছাড়ুন। এটি ২০ থেকে ৩০ বার করতে পারেন। এর ফলে কাঁধ ও হাতের মাংসপেশি টান টান হবে।

উপুড় হয়ে সাঁতার কাটা: ম্যাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। মেরুদণ্ড দীর্ঘ করুন। এবার পেটের ওপর ভর দিয়ে মাথা ও ঘাড় ওপরে ওঠান। হাত-পা টান টান করে সামান্য ওপরে ওঠান। এবার সাঁতার যেভাবে কাটে সেভাবে হাত-পাগুলো নাড়াতে থাকুন। এটি ২ থেকে ৩ মিনিট করতে পারেন। পুরো প্রক্রিয়ার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন।

পা ওঠানো: ম্যাটের ওপর সোজা চিত হয়ে শুয়ে হাত দুটো সমান্তরালভাবে পাশে রাখুন। এবার দুই পা একসঙ্গে আস্তে আস্তে সোজা ৯০ ডিগ্রি কোণ পর্যন্ত ওঠান। এভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং আস্তে আস্তে ছাড়ুন। এটি দিনে দুই বেলা ৩০ থেকে ৪০ বার করতে পারেন।

ওয়ার্কিং লাংস: সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কোমরের ওপর রাখুন। এবার এক পা সোজা করে সামনের দিকে সোজা করুন এবং অন্য পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে তার ওপর ভর দিয়ে বসুন। একইভাবে অন্য পায়ের ক্ষেত্রে ব্যায়ামটি করুন। পুরো প্রক্রিয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবেন। এটি ৩০ থেকে ৪০ বার করে দিনে তিন থেকে চারবার করতে পারেন।

পা টান: ম্যাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার ডান হাঁটু ভাঁজ করে দুই হাত দিয়ে পেটের দিকে চেপে আনুন। এবার বাঁ পা সামান্য ওপরে উঠিয়ে টান টান করে রাখুন। ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। একইভাবে অন্য পায়ের ক্ষেত্রেও ব্যায়ামটি করুন। পুরো প্রক্রিয়াটি ৩০ থেকে ৪০ বার করে দুই বেলা করতে পারেন।

প্লাঙ্ক: ম্যাটের ওপর কনুই ও পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে মেরুদণ্ড টান টান রেখে ম্যাট থেকে সামান্য ওপরে উঠিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এই অবস্থায় ডান পা টান টান করে সামান্য ওপরে ওঠান, ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং ছাড়ুন। একইভাবে বাঁ পায়ের ক্ষেত্রে ব্যায়ামটি করুন। এটি দিনে ২ থেকে ৩ বেলা ২০ থেকে ৩০ বার করে করতে পারেন।

হবু মায়ের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা

পরিস্থিতি মনের কথা শোনার অনুকূল নয়। বিশ্ব আক্রান্ত মহামারিতে। নিরাপদ কেবল আপন বসত। এই লড়াইয়ে ঝুঁকিতে আছেন যাঁরা, তাঁদের একটা অংশ অন্তঃসত্ত্বা নারী।

ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালের (সাবেক অ্যাপোলো হাসপাতাল) প্রধান পুষ্টিবিদ তামান্না চৌধুরী জানালেন, গর্ভাবস্থায় জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। এ সময় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে খাবারদাবারের দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আমিষ, জিংক, সেলেনিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই এবং গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রহণ নিশ্চিত করুন প্রতিদিন। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, এমন কোনো খাবার নেই, যা সরাসরি করোনাভাইরাসকে প্রতিরোধ করবে। তবে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে পারে এমন খাবারদাবার আপনার সুস্থতায় ভূমিকা রাখবে।ফলমূল-শাকসবজি

রঙিন শাকসবজি খেতে হবে অবশ্যই। প্রকৃতির এসব রঙের মধ্যেই পাবেন জীবনকে রঙিন রাখার উপাদানভিটামিন এ। বেগুনের বেগুনি রং, গাজরের কমলা রং, টমেটোর লাল বা গাঢ় সবুজ রঙের শাক দেখতে যেমন আলাদা, পুষ্টিগুণেরও তেমনি আছে ভেদাভেদ। মিশ্র সবজি রাখতে পারেন প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায়।

শাকের মধ্যে থাকা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে বাঁচাবে। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে খাবারের রুচি কমতে পারে। রুচি কমে গেলে প্রয়োজনীয় খাবার ঠিকভাবে খেতে পারবেন না। গর্ভাবস্থায় এমনিতেও অনেকের খাবারে অনীহা হতে দেখা যায়, কেউ আবার পেটের অস্বস্তিতে ভুগতে পারেন। এ রকম ক্ষেত্রে একই উপাদান দিয়ে তৈরি খাবার বিভিন্নভাবে তৈরি করে খাওয়া যেতে পারে। যেমন গাজর বা চালকুমড়া দিয়ে হালুয়া কিংবা কোনো একটা স্যুপ।

কাঁচা সালাদের পরিবর্তে ভালোভাবে রান্না করা সবজি খেতে হবে। শাকসবজির সঙ্গে সামান্য তেল অবশ্যই দিতে হবে রান্নার সময়। সঙ্গে হালকা মসলা থাকল। আর সেদ্ধ সবজি খেতে চাইলে এর সঙ্গে তেলে রান্না করা অন্য খাবার (যেমন তেলে রান্না করা মুরগির মাংস বা মাছ) খেতে হবে। তেল ছাড়া শাকসবজির সব পুষ্টি উপাদান শরীরে সঠিকভাবে শোষণ হয় না। আর ফলমূল তো খাবেনই।

ফলমূল অবশ্যই ভালোমতো ধুয়ে খাবেন। টকজাতীয় ফলে পাবেন ভিটামিন সি। ভিটামিন সি পেতে শুধু লেবু নয়, বরং একেক দিন একেক ধরনের মৌসুমি টক ফল খেতে পারেন।

আমিষ ও অন্যান্য

মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, বাদাম ও ডালজাতীয় খাবারে পাবেন আমিষ। মাছ, লাল মাংস, দুধ থেকেই মিলবে জিংক। বাদাম, ছোলা, শিমজাতীয় খাবার থেকে এগুলোর তুলনায় কিছুটা কম মাত্রায় জিংক পাওয়া যায়। দুধ আর কলিজায় পাবেন সেলেনিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ। সবুজ শাক, ভেজিটেবল অয়েল, ডিম, মাংস, দুধ, বাদাম থেকে পাবেন ভিটামিন ই।

আমিষজাতীয় খাবার আপনার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হয়তো আগে এক বেলায় খেতেন দুই টুকরা মাছ বা মাংস, এখন তার বদলে খেতে হবে তিন টুকরা। এক বেলা মাছ, অন্য বেলা মাংস, এভাবেও খেতে পারেন। কোনো বেলা মাছ বা মাংস হয়তো তেমন খাওয়া হলো না, সে ক্ষেত্রে দুধ, ডিম, ডালের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে হবে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়াই ভালো। এর পরিবর্তে হোল গ্রেইন—জাতীয় খাবার বেছে নিন। প্রতিদিন খানিকটা সময় রোদে থাকুন (ঘরের যে স্থানে রোদ পড়ে)। নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করা ভালো, ঘরেই হাঁটুন। পর্যাপ্ত ঘুমান।

জাদুর জুতা

ফুটবল খেলার জন্য এক জোড়া জুতার খুব শখ ছিল নিতুলের। অনেক বলার পরও মা—বাবা কখনো কিনে দিতে রাজি হননি। কারণ, নিতুল প্রায় প্রতিদিনই কাদাপানিতে ফুটবল খেলে আসে। জুতা কিনে দিলে দুদিনেই নষ্ট করে ফেলবে, তার চেয়ে খালি পায়ে খেলাই ভালো। এ নিয়ে নিতুলের ভারী দুঃখ। কিন্তু দুঃখ ঘুচে গেল ওর দশম জন্মদিনে। নিতুল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে, ছোট মামা ওর জন্য এক জোড়া ফুটবল খেলার জুতা এনেছেন। নিতুলের তো আর আনন্দ ধরে না!

পরদিন নিতুল জুতা জোড়া পরে ফুটবল খেলতে গেল। এমনিতে খুব ভালো ফুটবল খেলে ও। তার ওপর জুতা পরে ও এক হালি গোল দিয়ে বসল। কিন্তু মাঠে ছিল কাদা, ফলে জুতা জোড়া কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল। বাসায় ফেরার পর মা দিলেন প্রচণ্ড বকা। বকা খেতে খেতে নিতুল বাথরুমের কলের নিচে জুতা জোড়া ধুয়ে ফেলল। ধোয়ার পর ওর আক্কেলগুড়ুম। কালো জুতা জোড়া পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে! মাকে দেখালেই বিপদ হবে। তাই সে হতভম্ব হয়ে গেল ওর বড় ভাই নিশিথের কাছে। গিয়ে বলল, ‘আচ্ছা, বল তো আমার জুতা জোড়া সাদা হয়ে গেল কীভাবে?’

নিশিথ বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই সে একটু বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ভাব নিয়ে বলল, ‘তোর জুতায় কাদা লাগার ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়েছে। ফলে কালো রং উঠে সাদা হয়ে গেছে।’

নিতুল মন খারাপ করে ওর ঘরে চলে গেল। নিশিথের উত্তর ওর মনমতো হয়নি। ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল, এর পেছনে কোনো ভুতুড়ে রহস্য আছে। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর নিতুল জুতা জোড়া হাতে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘কাল তোদের রোদে শুকাতে দেব। তারপর দেখি, কী করা যায়। প্রয়োজনে কালো রং করব।পরদিন সকালে নিতুল জুতা জোড়া শুকানোর জন্য ছাদে যাবে, কিন্তু জুতা দুটি হাতে নিয়ে দেখে, ওগুলো শুকিয়ে গেছে। জুতা শুকাতে হবে না, তাই ওগুলো আগের জায়গায় রেখে নিতুল গেল স্কুলে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে কোনো রকমে খেয়ে উঠেই নিতুল দৌড়াল মাঠের দিকে। খেলায় ওর দল প্রতিদিনই জেতে। বিশেষ করে, ওর পারফরম্যান্স হয় খুব ভালো। প্রতিদিনই ও গোল করে। কিন্তু সেদিন আজব এক ঘটনা ঘটল। নিতুল হালকা করে পা ছোঁয়াতেই ফুটবলটা তিনতলা দালানের সমান উঁচুতে উঠে গেল! একবার নয়, দুবার নয়, বারবার একই ঘটনা ঘটতে লাগল। নিতুল নিজে তো বটেই, মাঠের সবাই হতবাক। নিতুলের পায়ে যেন দশজনের শক্তি ভর করেছে। বন্ধুরা সবাই নিতুলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, ‘ব্যাপারটা কী, বল তো?’ নিতুল আর কী বলবে, কারণটা যে ওরও জানা নেই। দীপু এসে বলল, ‘কী রে, তোর পায়ে ভূতে ভর করেছে নাকি?’ নিতুল উত্তর না দিয়ে খেলতে লাগল। সেদিনও ওর দল জিতল, নিতুল গোল করল এক ডজন। ও কী করবে, বলে পা ছোঁয়ালেই সেটা গোল হয়ে যায়!

বাসায় ফিরে নিতুল গেল ওর দাদার কাছে। সব খুলে বলল। নিতুলের দাদার বয়স ৮০। তবে অলৌকিক কিছুতে তার একটুও বিশ্বাস নেই। সব শুনে দাদা বললেন, ‘দাদাভাই, তুই হয়তো খেয়াল করিসনি, ফুটবলে আসলে জোরেই লাথি মেরেছিলি। আর রঙের কথা তো নিশিথ ঠিকই বলেছে। এখানে ভুতুড়ে কিছু দেখছি না।’

দাদার কথাতেও নিতুলের মনের খচখচানি দূর হলো না। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, এখানে আরও কিছু আছে। তাই সে তার দাদার বড় ভাইয়ের পড়ার ঘরে ঢুকল। বড় দাদা একটু অন্য রকম মানুষ ছিলেন। পাগলাটে ধরনের। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতেন, হাসতেন, কাঁদতেন। বছর তিনেক আগে তিনি কী একটা জিনিস খোঁজার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; এখনো ফেরেননি। তাই নিতুল তাকে ভূতদাদু বলেই চেনে। তিনি যাওয়ার আগে নিতুলকে বলেছিলেন কখনো কোনো সমস্যায় পড়লে যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর বড় দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করা মানে তার ডায়েরি পড়া। নিতুল তাই তার ডায়েরি পড়তে শুরু করল। সেদিন রাতে নিতুল না খেয়ে বড় দাদার ডায়েরি পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখে, কয়েকটি ছড়া লেখা। প্রথমটি এ রকম: ‘জাদুর জুতা ও যে/ চলিলাম তার খোঁজে।’ ডায়েরিতে তারপর দিনই এক জোড়া জুতার ছবি আঁকা। জুতা দুটি অবিকল নিতুলের জুতার মতোই! পৃষ্ঠা ওল্টাতেই নিতুল দেখল, আরেকটি ছড়া: ‘জাদু সে জানে ভালো/ চামড়ার রং কালো/ এমন জুতা হইবে না আর/ দুপুরে ঘুম ভাঙে তার/ বিকেলে খেলার মাঠে ওঠে আকাশে/ কী আজব জাদুতে মাখা সে!’ নিতুল পাগলের মতো পরের পৃষ্ঠায় চলে গেল। সেখানে আরেকটি ছড়া লেখা: ‘লাগিলে জুতায় কাদা/ জলেতে হইবে সাদা/ জুতা জোড়া পায়ে যার/ জয়ের মালা হইবে তার।’ ভূতদাদুর ডায়েরি শেষ করতেই নিতুলের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

তারপর থেকে প্রতিদিন নিতুল মাঠে নামলেই গোলের বন্যা বয়ে যায়। সবাই বলে, ‘জানিস, নিতুলের জুতা জোড়া জাদু জানে!’

ডায়েট নিয়ে পাঠকের প্রশ্ন

উত্তর: চুল লম্বা না হওয়ার অনেক কারণ আছে, যেমন রক্তস্বল্পতা, ওজন কমে যাওয়া, পুষ্টিহীনতা, দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণে না ঘুমানো, ধূমপান, খুশকি, কিছু অসুখের (যেমন জ্বর) পর ইত্যাদি অনেক কারণ আছে। ফলে এর মধ্যে যে কারণগুলো আপনার সঙ্গে মিলে যায়, সেগুলো পরিবর্তন করতে হবে।

পাশাপাশি উচ্চমানের আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি), ভিটামিন এ, সি, ই, আয়রন, জিংক, সিলিকনযুক্ত তেল ও খাবার খেতে হবে। প্রক্রিয়াজাত, অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার বাদ দিতে হবে।প্রশ্ন ২: করোনাভাইরাসের জন্য বলা হচ্ছে, যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি, তারা বেঁচে যাবে। আমি কীভাবে বুঝব যে আমার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি না কম? আর কোন খাবার খেলে এই ক্ষমতা বাড়বে? দ্রুত বাড়বে নাকি অনেক ধীরে, সেটাও জানতে চাই।মোসলেম উদ্দীন, বরিশাল

উত্তর: কোনো ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি, তা বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ওই ব্যক্তি কত কম অসুস্থ হচ্ছেন। একদিকে আপনি যত কম এবং যত দিন পর অসুস্থ হচ্ছেন, অন্যদিকে ওই অসুস্থতা থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন মানেই আপনার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তত ভালো।এরপরও রক্তের কিছু পরীক্ষার মাধ্যমেও বোঝা যায় রোগ প্রতিরোধক্ষমতার অবস্থা। যেমন রক্তের সার্বিক চিত্র বা সিবিসি, রক্তের ইমিউনোগ্লোবিউলিন স্ট্যাটাস ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সার্বিকভাবে প্রতিদিন উচ্চ আমিষ (মাছ, ডিম, দুধ, ডাল, মাংস ইত্যাদি) এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার (লেবু, কমলা, আমলকী, পেঁপে, সব ধরনের বেগুনি, লাল, হলুদ, কমলা রঙের শাক-সবজি-ফল ইত্যাদি) খেতে হবে।

কোনো মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দ্রুত না ধীরে বাড়বে, তা নির্ভর করে তার শরীরের প্রয়োজন, চাহিদা এবং কিছু বিষয়ের (ফুড-নিউট্রিয়েন্ট ইন্টারঅ্যাকশন) ওপর, যেমন খাবারের সঙ্গে সামান্য একটু লেবু (ভিটামিন-সি) যেমন রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ তিন গুণ বাড়িয়ে দেয়, তেমনি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা বা কফি খেলে ওই হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

সোমবার মহাকরণে শ্রম দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী মোদীজির সততা, নিষ্ঠা, মানবপ্রেম এবং সকলে মিলে কাজ করার প্রেরণা লাভ করেছি : মুখ্যমন্ত্রী সর্বা

শিলাপথার (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী মোদীজির সততা, নিষ্ঠা, মানবপ্রেম এবং সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রেরণা লাভ করেছি। বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সোমবার উজান অসমের ধেমাজি জেলার অন্তর্গত শিলাপথারের শীতলবাড়ি (কুলাজান পিয়াংচাপরি) ময়দানে প্রায় তিন লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ কুলাজান পিয়াংচাপরি ময়দানের সভামঞ্চ থেকে বোতাম টিপে ৩,২০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অসম পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের তিনটি প্রকল্প যেমন ইন্ডিয়ান অয়েলের বঙাইগাঁও শোধনাগারে 'ইন্ডম্যাক্স' (আইএনডিএমএএক্স) ইউনিট, ডিব্রুগড়ের মধুবনে ভারতীয় তেল নিগমের সেকেন্ডারি ট্যাংক ফার্ম এবং তিনিসুকিয়ার মাকুমে হেবেদাগাঁওয়ে নির্মিত গ্যাস কম্প্রেস স্টেশন দেশবাসীর নামে উৎসর্গ করার পাশাপাশি ধেমাজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া কামরূপ গ্রামীণ জেলার শুয়ালকুচিতে প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিলান্যাস করেছেন তিনি।

এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, আজকের দিন অসমের জন্য এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। কংগ্রেসের আমলে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা হয়েছিল। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে সমগ্র ভারতবর্ষের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। যার ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল আজ উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ধেমাজি হয়ে ভারতবর্ষের ১৭টি ট্রেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকাশের ফলে অসম বর্তমানে দ্রুততার সাথে বিকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ধেমাজিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোগামুখে ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, লখিমপুরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের প্রসঙ্গ তুলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা শ্রদ্ধা, ভক্তি, মানবপ্রেম সততা, নিষ্ঠা এবং সবাই মিলে একসাথে কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। তিনি আরও বলেন, ২০১৬ সাল থেকে অসম সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসছে। এ-ক্ষেত্রে ব্যাকপ সাফল্য লাভও করেছে করেছে সরকার।

আজকের সমাবেশে অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্বাগত ভাষণের পর বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এর পর উদাত্ত ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সভামঞ্চে ছিলেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, কেন্দ্রীয় খাদ্য সংসাধন দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত সহ কয়েকজন সাংসদ বিধায়ক।

টেলি-তারকাদের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাভড়েকর

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : টলিউডের নামী-দামী কিছু পরিচালক-প্রযোজক ও তারকার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

সোমবার সন্ধ্যায় একটি পাঁচতারা হোটেলে টলিউডের একঝাঁক তারকার সঙ্গে আলোচনায় বসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। আর এইখানেই শুরু হয়েছে জল্পনা। রাজ্যে নির্বাচনের মুখে কেন টলিউডের তারকাদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী?

প্রায় এক দশক আগে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল সুপ্রিমো সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছিলেন টলিউডের দিকে। টলিব্রিগেডের তারকা কিংবা প্রযোজকদের মধ্যে দলে টেনে কিংবা সরকারি পদ দিয়ে তৃণমূলের করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন নেত্রী। কিন্তু বিজেপি শিবিরের দাপটে ও লোকসভায় রাজ্যে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির পর টলিউড কার্যত আড়াআড়ি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই বিজেপিতে পা বাড়িয়েছেন রুদ্রনীল, যশের মত টলিতারকারা। সোমবার পরিচালক অরিন্দম শীলের সঙ্গে "চায় পে চর্চা"-তে গিয়েছেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পাণ্ডা। টলিব্রিগেডের হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী ও প্রযোজক-পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন মন্ত্রী জাভড়েকর।যদিও টলিউডের অন্দরের খবর এটা কোনও রাজনৈতিক আলোচনা নয়। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে টলিউডের পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে তাই নিয়ে আলোচনা। টলিউডে সিন্ডিকেট ও মাফিয়া রাজের অভিযোগ অঞ্জনা বসু ও রুদ্রনীল ঘোষেরা করেছেন। সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সূত্রের খবর, এই আলোচনায় বিজেপি পন্থী তারকারা যেমন অঞ্জনা বসু, লামা, রিমঝিম মিত্ররা গেলেও চমকপ্রদ ভাবে রয়েছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, প্রযোজক নিসপাল সিং রানে সহ একঝাঁক টলি তারকা। আসন্ন নির্বাচনের আগে টলি তারকাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতাদের আলোচনার খবরে গুঞ্জন ছড়িয়েছে বঙ্গে।

নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর পথের দৈর্ঘ্য বাড়লেও এখনই বাড়ছে না ভাড়া

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আজ চুঁচুড়ার ডানলপ ময়দান থেকে নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রসারিত রুটে যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে মঙ্গলবার থেকে। মেট্রো সূত্রে খবর, কাজের দিনে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া পর্যন্ত চলবে ১৫৮টি ট্রেন। ছুটির দিনে ১৫৬টি ট্রেন চলবে। অফিসটাইমে ৭ মিনিট অন্তর চলবে মেট্রো। নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর রুটে শেষ মেট্রো মিলবে রাত সাড়ে ৯টায়। কিলোমিটার বাড়লেও মেট্রোর সর্বোচ্চ ভাড়া থাকছে ২৫ টাকাই। মেট্রো সূত্রে খবর, পথের দৈর্ঘ্য বাড়লেও এখনই বাড়ছে না ভাড়া। সপ্তাহে কাজের দিনে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়ার মধ্যে আপডাউনে ৭৯ জোড়া ট্রেন চলবে। নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বের মেট্রোর পাশাপাশি আজ উদ্বোধন করা হয় কলাইকুন্ডা ও ঝাড়গ্রামের মধ্যে তৃতীয় লাইন, আজিমগঞ্জ ও খাগড়াঘাট রোড শাখার দ্বিতীয় লাইন। এছাড়া উদ্বোধন হয় হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে ডানকুনি ও বারুইপাড়ার মধ্যে চতুর্থ লাইন এবং হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে রসুলপুর ও মগরার মধ্যে তৃতীয় লাইনের। আজ দুপুরে অসম থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে চুঁচুড়া যান তিনি। পরে গাড়িতে ডানলপ সভামঞ্চে পৌঁছন মোদী। দুপুর ডানলপ ময়দানে রাজনৈতিক সভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন নরেন্দ্র মোদি। এছাড়া, হুগলির চুঁচুড়ার ডানলপ ময়দানে রাজনৈতিক সভা করেন তিনি।

করিমগঞ্জ সহ আরও বারোটি মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ হবে, বলেছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

শিলাপথার (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুয়ালকুচি, বঙাইগাঁও, বিহালি, ওদালগুড়ি, নলবাড়ি এবং নগাঁওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া রাজ্য সরকার করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, নগাঁও, নলবাড়ি, তিনসুকিয়া, ডিফু, লখিমপুর, চড়াইদেও, ধেমাজি, মরিগাঁও, বিশ্বনাথ এবং গোয়ালপাড়ায়ও মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। বলেছেন অসমের অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত ইত্যাদি দফতরের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ সোমবার উজান অসমের ধেমাজি জেলার অন্তর্গত শিলাপথারের শীতলবাড়ি (কুলাজান পিয়াংচাপরি) ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে আয়োজিত সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছিলেন মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি বলেন, আজকের দিনটি অসমের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ধেমাজি এবং গোলাঘাটে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে এগুলির শুভ উদ্বোধন হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেছেন বক্তা।

প্রসঙ্গত আজ কুলাজান পিয়াংচাপরি ময়দানের সভামঞ্চ থেকে বোতাম টিপে ৩,২০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অসম পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের তিনটি প্রকল্প যেমন ইন্ডিয়ান অয়েলের বঙাইগাঁও শোধনাগারে 'ইন্ডম্যাক্স' (আইএনডিএমএএক্স) ইউনিট, ডিব্রুগড়ের মধুবনে ভারতীয় তেল নিগমের সেকেন্ডারি ট্যাংক ফার্ম এবং তিনিসুকিয়ার মাকুমে হেবেদাগাঁওয়ে নির্মিত গ্যাস কম্প্রেস স্টেশন দেশবাসীর নামে উৎসর্গ করার পাশাপাশি ধেমাজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া কামরূপ গ্রামীণ জেলার শুয়ালকুচিতে প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

পরিবর্তনের দিবাস্বপ্ন দেখছে বিজেপি : সৌগত রায়

কলকাতা,২২ ফেব্রুয়ারি(হি স): নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্য জুড়ে। তবে এরই মাঝে বর্তমান বিজেপি তৃণমূল তরজা। আর সোমবার ফের বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। "পরিবর্তনের দিবাস্বপ্ন দেখছে বিজেপি" মন্তব্য সৌগত রায়ের।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সৌগত রায় আরও বলেন, " পরিবর্তনের দিবাস্বপ্ন দেখছে বিজেপি। ভোটব্যাঙ্কের জন্য তোষণের রাজনীতি। ভোট পেতে মিথ্যাচার করছেন প্রধানমন্ত্রী"।

অন্যদিকে এদিন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল সাংসদ অভিষেককে কটাক্ষ করে বলেন, " দুয়ারে সিবিআই, এবার শ্রীঘরে যেতেই হবে ভাইপোকে "।

কালীঘটে পুজো দিলেন রেলমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি স):গত কয়দিন ধরে দ্রুত গতিতে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বরের মেট্রোর কাজ এগোচ্ছিল। আগেই শোনা গিয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই যাত্রী নিয়ে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চালানো সম্ভব হবে। অবশেষে হাজির সেই শুভক্ষণ। আজই উদ্বোধন, দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের। উদ্বোধনের আগে কালীঘটে পুজো দিলেন রেলমন্ত্রী।

নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে নয়া মেট্রো, আশা বিজেপি-র

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভোটের আগে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রোপথের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্র। সোমবারের এই প্রকল্পের উদ্বোধনে নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা বিজেপি-র। আজ উদ্বোধন হলেও এই পথে মেট্রো চলাচল শুরু করবে আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে। দক্ষিণেশ্বর স্টেশন সংলগ্ন পরিসর খুব সঙ্কীর্ণ। সেই কারণেই সোমবার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন হল। বরাহনগর ও বি টি রোড সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অংশের মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা ছাড়াও উত্তর এবং দক্ষিণের দুই কালীতীর্থের সংযুক্তির বিষয়টি এতে প্রচারে বাড়তি গুরুত্ব পাবে। কবি সুভাষ থেকে সরাসরি দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াত করা যাবে।

সূত্রের খবর, কিছু গাড়ি যাবে নোয়াপাড়া পর্যন্ত। কিছু দক্ষিণেশ্বর। নোয়াপাড়া হল জংশন। ওখান থেকে আর একটা লাইন বারাসাত পর্যন্ত যাওয়ার কথা - যার বিমানবন্দর পর্যন্ত লাইনের কাজ শেষের পথে। ওই লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হলে কিছু ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর আর কিছু ট্রেন নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত যাবে। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এদিন বলেন, 'বাংলা বহু বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন কাউকে যে, এই রাজ্যের বিকাশ করবে। পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট দেখেছে, মমতা দিদিকেও দেখেছে। কিন্তু বিকাশ থেকে বাংলা আজও বঞ্চিত। এবার পরিবর্তন হবে। পরিবর্তন আমরা করবই করব। আজ কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পথে জুড়ে গেল। ৪০ মিনিটে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে যাওয়া যাবে। আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম। কালীমাতা বলেছে বাংলায় পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে। কালীঘাটেও এদিন গিয়েছিলাম আমি।'

অভিষেকের শ্যালিকাকে টানা জেরায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, দাবি সিআইডি-র

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : টানা প্রায় আড়াই ঘণ্টার জেরা। সিবিআই সূত্রে খবর, ব্যাঙ্কক ছাড়াও অভিযুক্তের লন্ডনের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে তদন্তকারী সংস্থাদের। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে জেরা করা হয় মেনকাকে। আর সেই জেরাতেই বহু মূল্যবান তথ্য উঠে এসেছে। কয়লা পাচার কাণ্ডে গত রবিবার অভিষেকের স্ত্রী ছাড়াও তাঁর শ্যালিকাকে নোটিস দেয় সিবিআই। মূলত কয়লা পাচার কাণ্ডে বিদেশে থাকা দুটি অ্যাকাউন্টের হদিশ পেতেই এদিন অভিষেকের শ্যালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। দিন ১৫ আগেই সিবিআই জানতে পারে কয়লা পাচার কাণ্ডে অনুপ মাঝি ওরফে লালার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্ককের একটি অ্যাকাউন্টে আর্থিক লেনদেন হয়। আর সেই কারণেই সেই সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে অভিষেক পত্নী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে সাক্ষী হিসেবে জেরা করতে নোটিস দেয় সিবিআই। সেই নোটিসে সাড়া দিয়ে এদিন সিবিআই-এর জেরায় নিজের পঞ্চসায়রের ফ্ল্যাটে মুখোমুখি হন মেনকা গম্ভীর। টানা আড়াই ঘন্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর, সিবিআই-এর গোয়েন্দারা নিজাম প্যালেসের দিকে রওনা দেন।

দাবি মত টাকা দিতে না পারায় সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলল স্বাস্থ্যকর্মী, রণক্ষেত্র হাসপাতাল

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এক সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে। সেই কারণে সোমবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, দাবি মত টাকা দিতে না পারায় শিশুটিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। পুলিশ ও ব্যাফের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে পরিস্থিতি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আইসিইউতে ভরতি খুদে।

সূত্রের খবর, শিশুটির বাবা মাসুদ আলি কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে কেরলে থাকেন। উত্তর দিনাজপুরের হাতিয়ার পাঠানতুলিতে থাকেন তাঁর পরিবার। কিছুদিন আগে বাড়ি ফেরেন তিনি। শনিবার স্ত্রী মেহরুল বেগমকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করেন মাসুদ। রবিবার একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের এক স্বাস্থ্যকর্মীর কোলে ছিল খুদে। সেই সময় পরিবারের কাছে এক হাজার টাকা দাবি করে স্বাস্থ্যকর্মী। শিশুটির বাবা জানান, তাঁর পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। অভিযোগ, তখনই সদ্যোজাতকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। গুরুতর জখম হয় শিশুটি। তড়িঘড়ি আইসিইউতে পাঠানো হয় তাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল। শিশুর পরিবার ও অন্যান্য রোগীর পরিবারের সদস্যরা জড়ো হন প্রসূতি বিভাগে। ভাঙচুরের চেষ্টা করে উত্তেজিতরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ও ব্যাফ। পুলিশের সামনেও বেশ কিছুক্ষণ চলে অশান্তি। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি।

মাসুদ আলির বক্তব্য, "আমার টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেটাই জানিয়েছিলাম। আমার বাচ্চাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল স্বাস্থ্যকর্মী।" হাসপাতালের বিরুদ্ধ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন খুদের পরিবারের সদস্যরা। এবিষয়ে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষর বক্তব্য, "বিষয়টি শুনেছি। হাসপাতালের তরফে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

মোদীর সফরে হতাশ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট

অসমের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কিছু বলেননি প্রধানমন্ত্রী : রিপুন

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসম সফর নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে। মহাজোটের নেতারা বলেছেন, এর আগে দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রী যখনই অসম সফর করেছেন, তখন রাজ্যের জনগণের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকত রাজ্য কিছু পাবেন বলে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরে পর পর তিনবার কিছুই আশার ডালি নিয়ে আসননি অসম সফরকালে।

সোমবার গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিক এআইইউডিএফ, তিনটি আঞ্চলিক দল, সিপিআই, সিপিআই (এম), সিপিআই (এমএল)-এর নেতারা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রশ্ন ছুঁড়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ ফের অসমে এসেছেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, অসমবাসীর জনমতকে অবজ্ঞা করে কেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা) প্রবর্তন করলেন, কেন অসমবাসীকে অসম্মান করলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, অসমে ২৫ লক্ষ বেকারকে চাকরি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই জায়গায় মাত্র ৮০ হাজার চাকরি দিয়েছেন। ৯৭ শতাংশকে চাকরি দিতে পারলেন না কেন? তৃতীয় প্রশ্ন, ছয় জনগোষ্ঠীকে জনজাতিকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার কী হল? কবে জনজাতিকরণ হবে? জনসমক্ষে প্রকাশ করুন। তাঁর চতুর্থ প্রশ্ন, চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩৬৫ টাকা করবে, কংগ্রেস সরকার গঠন করলে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী। এর পর সনোয়াল সরকার ৫০ টাকা বাড়ানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের সরকার আসলেই ৩৬৫ টাকা দেব। বিজেপি সরকার চা শ্রমিকদের নিয়ে কেন রাজনীতি করছে? পঞ্চম প্রশ্ন, অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দাম গগনচুম্বি। পেট্রোল-ডিজেল, গ্যাস এবং জীবনদায়ী ঔষুধের দাম ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। এই সব অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দাম কমাবেন কি? কেন আকাশছোঁয়া হয়েছে সামগ্রীর দাম? রিপুনের শেষ তথা ষষ্ঠ প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচাতেলের মূল্যের নিরিখে ভারতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ৩০ টাকা হওয়ার কথা। কিন্তু এই পেট্রোলের দাম কেন এত বাড়িয়েছেন। জবাব দিন প্রধানমন্ত্রী।

রিপুন বরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী যে ধেমাজিতে এসেছেন, সেখানে ফি বছর বন্যা ও নদী-ভাঙন সমস্যায় ভোগেন নাগরিকরা। অথচ বন্যা বা ভাঙনের মতো জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে আশ্চর্যজনকভাবে টু শব্দও করেননি তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি আমলে অসমে গরু পাচারের মতো কুকর্ম ব্যাপক বেড়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন খোদ মানেকা গান্ধী। এবার এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে জবাব দিতেই হবে। কারণ, তাঁদের নিজের দলের একজন সাংসদ গুরুতর এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্যে রিপুন বরা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নাম না নিয়ে বলেন, অসমে ডাবল ইঞ্জিন নয়, দুই মুখ্যমন্ত্রী সরকার পরিচালনা করছেন। এর সঙ্গে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অসমকে উপেক্ষা করছে বলে অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী পূর্ববর্তী সরকারগুলির বিরুদ্ধে অহরহ নানা অভিযোগ করেন। অথচ তাঁর আমলেই সত্যিকার অর্থে অসম অবহেলিত। যার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন বরা। বলেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আমলে অসমকে প্রদত্ত ৯০ এবং ১০ শতাংশ অনুদানের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যার দরুন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি হয়েছে। এছাড়া জিএসটির আওতায় ৮৪ হাজার কোটি টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে। এর কোনও উত্তর নেই কেন?

সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআই-এম নেতা দেবেন ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি পার্টি ও সরকার একাকার হয়ে গেছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি। বিজেপি সরকারি অর্থে তাঁদের নির্বাচনি প্রচার চালাচ্ছে। অসমের বন্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি সম্পর্কে সরকার এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি।

এদিকে আঞ্চলিক গণমোর্চার নেতা মনজিৎ মহন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় ভিড় কেন হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ করেন। এছাড়া নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা সম্পর্কে আগাম ঘোষণা করায় প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করেন মনজিৎ। পাশাপাশি বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি প্রধানমন্ত্রী পদকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।

এআইইউডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বলেন, বিজেপি আমাদের মহাজোটে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এজন্যই মহাজোট গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, নির্মলা সীতারমণ সহ ঝাঁকে ঝাঁকে কেন্দ্রীয় নেতা নিয়মিত অসম সফর করছেন। এতেই পরিষ্কার তারা কতটা ভয় পেয়েছে। তিনি এনআরসি, সিএএ-র বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, অ্যাডভান্টেজ অসমের ফলে রাজ্য কী সুবিধা পেয়েছে তা জানাতে সরকার ব্যর্থ। আমিনুল বলেন, ভাষা ও ধর্মের নামে বিজেপি রাজনীতি করছিল, তবে এখন তা চলে এসেছে আঞ্চলিক রাজনীতিতে। তা-ও প্রধানমন্ত্রীর মতো ব্যক্তি তাঁর পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরের মানুষের সঙ্গে বৈষম্য করেছে বলে পূর্ববর্তী সরকারগুলিকে বিঁধেছেন।

সিপিআইয়ের মুনিন মহন্ত প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি এখানে এসে অভিনেতা বনে যান। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভূয়সী প্রশংসা করে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পেরে এ সম্পর্কে স্পষ্টীকরণও দেন। এছাড়া তিনি ফোরলেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্পেরও সমালোচনা করতে ভুলেননি। তাছাড়া গুয়াহাটি চিড়িয়াখানাকে আদানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলেও অবান্তর এক অভিযোগ তুলেন। কেননা, এ ব্যাপারে এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে উদ্ভট এক ইস্যু বানিয়ে ফেলেছে সিপিআই।

সিপিআই (এমএল)-এর বিবেক দাস বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আগমনে যা আশা করা হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। বিজেপি একমাত্র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দল। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মতো ব্যক্তিকে অসমে ভূমিপাট্টা প্রদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি তাঁর ভালো লাগেনি, তীর্যক মন্তব্য বিবেকের। প্রসঙ্গত, গত ২৩ জানুয়ারি উজান অসমের শিবসাগরে জেরেঙাপথারে বিশাল জনসভায় গোটা রাজ্যের ১,০৬,৯০০ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপাট্টা প্রদান কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

জেলা ভিত্তিক সবজি প্রদর্শনী ঘুরে দেখলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ফেব্রুয়ারি।। কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত গোকুলনগর রাস্তার মাতা কমিউনিটি হল সংলগ্ন মাঠে তিন দিনব্যাপী সবজি প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।সবজি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে মঙ্গল দীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লক চেয়ারপারসন সন্ধ্যা দেববর্মা।এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং হর্টি কালচার আধিকারিক নবোদয় চাকমা সহ অন্যান্যরা। সবজি প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা দুই মহকুমার বিশালগড় এবং জাম্পুইজলার কৃষকরা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেন।তাদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় বিজয়ীদের নির্বাচিত করা হবে।অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সবজি ফুল এবং ফল নিয়ে আসে কৃষকরা।অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ রাখেন হর্টিকালচার আধিকারিক নবোদয় চাকমা। তিনি আলোচনা করতে গিয়ে কৃষকরা কিভাবে উন্নত মানের চাষাবাদ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন।এছাড়া আলোচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তির মাধ্যমে জাতে কৃষকরা বেগুন ফসল উৎপাদন করতে পারে তাছাড়া কৃষকদের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে।কৃষকদের জন্য প্রতি কানি জমিতে ২১০ টাকা করে ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেছে।যাতে কৃষকদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ইন্সুরেন্সর মাধ্যমে পূরণ করা হয়। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গুলি বাস্তবায়িত করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

মদ মত্ত অবস্থায় থাকা বাইক আরোহী প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের বাড়ি বিশালগড়ের কোনাবন এলাকায়। জানা যায় সে তেলিয়ামুড়া বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসছিল।

আর সেখানেই বসে আকন্ঠ মদ্যপান করে বাইক নিয়ে যাবার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে প্রসেনজিতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে।রাত আনুমানিক রাত দশটা নাগাদ ফের যান দুর্ঘটনা ঘটলো তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকায়।আহত সেই যুবকের নাম যশুয়া বংশী।বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানার হায়াই বাড়ি এলাকায়।

দুর্ঘটনা ঘটে হাওয়াই বাড়ি এলাকায় রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ।সংবাদপত্রে জানা গিয়েছে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।স্থানীয় এলাকাবাসীরা খবর দেয় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ছুটে যাই দমকল কর্মীরা।সেই ব্যক্তি কে আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে আসছে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার আর অবস্থা গুরুতর হওয়াতে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কারণে তাদের চাকুরিচ্যুতি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা এফেক্টেড হয়েছে তার তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

আয়রণ

● প্রথম পাতার পর

থেকে না খেয়ে আসে কিংবা শারীরিক দুর্বলতার জন্য একটু একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে।এই ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা তারকপুর এলাকায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গরু চোর আটক চাকমাঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। এক গরু চোর কে বাছুরের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল এলাকাবাসীরা।ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন তুই মধু এলাকায়।ধৃত চুরের নাম ভজন দেবনাথ।বর্তমানে তাকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ আটক করেছে। তেলিয়ামুড়া থানাধীন এবং মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন প্রতিনিয়তই গরু চুরির ঘটনা ঘটে থাকলেও গরু চুরি কান্ডের সাথে জড়িত মূল পান্ডা সহ গরু চোর দের ধরতে পারেনি কর্তব্যরত পুলিশ বাবুরা।তবে দেখা যায় চুরি কাণ্ডে এবং অপকর্মের সহ নেশা সামগ্রী কারবারিদের জনসাধারণের পুলিশের হাতে ধরে তুলে দেই।এমন এক অদ্ভুত ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকায় তুই মধুতে।

নারায়ণস্বামী

● প্রথম পাতার পর

বিরোধী দলের সঙ্গে বিজেপির হাতে ১৪ জন বিধায়ক আছেন। এর জেরেই ক্ষমতা হারাল নারায়ণস্বামী সরকার।

এদিন বিধানসভায় বিজেপিকে আক্রমণ করে নারায়ণস্বামী বলেছেন, 'তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে, আমরা দু''টি ভাষা অনুসরণ করি, কিন্তু বিজেপিকে জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দিচ্ছে।' ইস্তফা দেওয়া বিধায়কদের প্রসঙ্গে নারায়ণস্বামী বলেন, 'বিধায়কদের দলের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। যে সমস্ত বিধায়করা ইস্তফা দিয়েছেন, তাঁরা জনগণের মুখোমুখি হতে পারবেন না, কারণ জনগণ তাঁদের সুবিধাবাদী আখ্যা দেবে।' নারায়ণস্বামী আরও বলেছেন, 'ডিএমকে এবং নির্দল বিধায়কদের সমর্থনে আমরা সরকার গঠন করেছিলাম। তারপর সমস্ত উপ-নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি। এটা পরিষ্কার, পুদুচেরির জনগণ আমাদের বিশ্বাস করেন।'

পরিবর্তনের

● প্রথম পাতার পর

অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। যে কারণে তৃণমূলের নেতাদের প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে, আর সাধারণ মানুষ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বাংলার মানুষের অধিকার এখানকার সরকার ছিনিয়ে নিয়েছে। বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবার আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় ৫ লক্ষ টাকার সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত। বাংলার মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছেন না। তৃণমূল সরকারের এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই। প্রত্যেক ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে কেন্দ্র ১৭০০ কোটির বেশি টাকা দিয়েছে তৃণমূল সরকারকে। কিন্তু এর মধ্যে থেকে মাত্র ৯ কোটি টাকাই খরচ করেছে। বাকি ১১০০ কোটি টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন বাংলার পাটশিল্প গোটা দেশের চাহিদা মেটাত। কিন্তু সেই শিল্পকেও বাঁচানো যায়নি। কত শত মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পাটশিল্পকে বাঁচাতে নতুন করে উদ্যোগী হয়েছে। হুগলির আলুচাষীদের কী অবস্থা, তা-ও কারও অজানা নয়। বাংলায় বিনিয়োগ করতে মুখিয়ে রয়েছেন অনেকেই। কিন্তু এখানকার সরকার যে পরিবেশ তৈরি করেছে, যে ভাবে সিন্ডিকেটের হাতে বাংলাকে তুলে দিয়েছে, তাতেই অনেকে বিমুখ হয়ে পড়ছেন। বিদেশে যখন প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে দেখা হয়, সকলেই মাতৃভূমির উন্নতিতে যোগদানে প্রস্তুত। কিন্তু করবেন কী করে। এখানে ঘর ভাড়া নিতে গেলেও কাটমানি দিতে হয়।' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'আমার বিশ্বাস, একজোটে বাংলার কৃষক, শ্রমিক এবং যুবকদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে পারব আমরা।'

কল্যাণপুরে

● প্রথম পাতার পর

পুর থানা এলাকার দাছড়া এলাকায় নিরেশ বর্মা নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। কিছুদিন আগে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিয়ের কিছুদিন পর ওই যুবকের আত্মহত্যার ঘিরে জনমনে নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। পারিবারিককলহের জের এইসে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।সোমবার সকালে ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরপর আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে স্থানীয় জনগণের নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক অনটন এবং পারিবারিক কলহের জেরে এ ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে।

লাইন

● প্রথম পাতার পর

হয়। তিনি বলেন, চাইল্ড লাইন-এর কর্মকর্তারা গিয়ে শিশুদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন আমাদের অভয়নগরস্থিত অফিসে।

তিনি বলেন, শিশু দুটির অভিভাবককে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসার পর শেখর পালের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। সূত্রের খবর, ওই দুই শিশুর মধ্যে একজনের বয়স ১৬ এবং অপর জনের বয়স ১০। দুজনই কন্যাসন্তান। সংহিতা বারুই বলেন, শেখর পাল নিজের সন্তানকে দেখাশুনার জন্য ওই দুই শিশুকে এনেছিলেন। তবে তাদের কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হত কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়।

. জঙ্গলে

● প্রথম পাতার পর

সড়কের পাশে তল্লাশি চালিয়ে জঙ্গল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করেন। নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। কিভাবে এ ঘটনা ঘটেছে এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা যায়নি।

গরিব

● প্রথম পাতার পর

দপ্তরের আধিকারিকদের আরও আন্তরিক এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তদারকি করতে হবে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং এল পি জি গ্যাস প্রদানে দপ্তরকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের শিশুদের ইউনিফর্ম প্রদান করার বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার সর্বশেষ সভার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১১২৭টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৫৮টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকীগুলিতে আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কাজ চলছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক রাজ্যে নতুন ২৩৪টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপনের ম'ঞ্জুরী প্রদান করেছে।

এরজন্য প্রয়োজনীয় স্থানও চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও ডোনার মন্ত্রক ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্যে আরোও ৫১টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ৩৩৯২টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শৌচালয় মেরামতের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।ইতিমধ্যেই ৫৪০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের শৌচালয় মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।এছাড়াও ঐ অর্থবর্ষে ৩৮৭৪টি আঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এল পি জি গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ১৩০২টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এল পি জি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত রাখার জন্য দপ্তরকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের শারীরিক ব'ৃদ্ধি পরিমাপ করার জন্য যে সমস্ত যন্ত্র দেওয়া হয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এল পি জি গ্যাস সংযোগ প্রদানের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করার বিষয়েও দপ্তরকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব আরোও জানান, প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় এখন পর্যন্ত ৭০ হাজার ১৮৫ জন গর্ভবতী মহিলাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী অতি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন ২০গ্রাম করে গুড়, সপ্তাহে ৬ দিন ২০০ মিলিলিটার করে দুধ এবং সপ্তাহে ৬টি ডিম দেওয়ার কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মাত্রপুষ্টি উপহার প্রকল্পে পোষণ কীট প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। তিনি আরোও জানান, চলতি অর্থবর্ষে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৪১৯ জন শিশুর আধার সংযুক্তিকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৯৮ জন শিশুর আধার সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে। একশ শতাংশ শিশুকে আধার সংযুক্তিকরণের লক্ষ্যে ৫৬টি সি ডি পি ও অফিসে আধার এনরোলমেন্ট সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনাও নিয়েছে দপ্তর।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব আরোও জানান, গার্হস্থ্য হিংসার শিকার মহিলা বা মেয়েদের সহায়তার জন্য প্রতিটি জেলায় ওয়ান স্টপ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের পশ্চিম জেলায় একটি ওয়ান স্টপ সেন্টারের স্থায়ী ভবন রয়েছে। এছাড়াও ধলাই, খোয়াই, সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ওয়ান স্টপ সেন্টারের স্থায়ী ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচিও রাজ্যের ৭টি জেলায় রূপায়িত হচ্ছে। তিনি আরোও জানান, গোমতী এবং পশ্চিম জেলায় ৪৬৩ জন মহিলা পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

এছাড়াও রাজ্যের বাকী জেলাগুলিতে ৪৩৪ জন মহিলা পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করার অনুমোদন চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে নতুন ৩০ হাজার জনকে ভাতা প্রদানের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার তা রূপায়ণে দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত নতুন ১৮ হাজার ৯৬৫ জনের ভাতা প্রদানের ম'ঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে বলে দপ্তরের সচিব সভায় জানান। ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রক'ৃত সুবিধাভোগীরা যাতে ব'ঞ্চিত না হন সে বিষয়ে দপ্তরকে গুরুত্ব দিতে মুখ্যমন্ত্রী সভায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নতুন ভাতা প্রাপক নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

পর্যালোচনা সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা লাকি চৌহান এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমস্যার

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পুরো বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে অবস্থান করছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। তিনিও বিষয়টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গোচরে নিয়েছেন। এদিন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার কথা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, আগামীকালই সন্ধ্যা সাতটায় যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার বাসভবনে সেখানেই চূড়ান্ত ফয়সালা নেওয়া হবে।

এডিসি ভোটে আইপিএফটির সাথে আসন সমঝোতা সংক্রান্ত বিষয়ে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা জানান আইপিএফটির তরফ থেকে ২২টি আসন দাবী করা হয়েছে। তবে তা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। তাছাড়া বিজেপির সাথে জোটে থেকেও অন্যদলের সাথে জোট গঠন করে এডিসি ভোটের প্রচারে আইপিএফটির নেমে পড়ার বিষয়টি নিয়ে সাংসদ রেবতী জানান, গোটা বিষয়টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই সমস্ত প্রশ্নের ও জল্পনার অবসান হয়ে যাবে।

নেগেটিভ

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার, করোনা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, জিবি হাসপাতালের প্রধান মাইক্রো বায়োলজিস্ট সহ স্বাস্থ্য দফতর ও ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর কথায় মনে হয়েছে, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং স্পর্শকাতর হওয়ায় স্বাস্থ্য দফতরের সুপারিশ অনুযায়ী ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

জনগণের

● আটের পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত জরুরী ক্ষেত্রেও সুবিধাভোগীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ১ হাজার নির্মাণ শ্রমিককে বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় বিশেষ সচিব কর্মবিনিয়োগ পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করে জানান, অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে ১২টি জব ফেয়ার আয়োজিত হয়েছে। পাশাপাশি ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং-এরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চাকুরী প্রত্যাশীদের জন্য ১২টি ক্যারিয়ার বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি ক্যারিয়ার বুলেটিন সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ইউটিউব, ফেসবুক পেইজ এবং লিফলেট বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে নতুন কোচিং সেন্টার খোলা হয়েছে। এই কোচিং সেন্টার থেকে ২০০ জন পরীক্ষার্থী কোচিং নিয়েছেন। তিনি আরও জানান, আর্মি রিক্রুটমেন্ট র‍্যালিতে ৬,০৬২ জন অংশ নেন। তিনি জানান, কৈলাসহরের জেলা এমপ্লয়মেন্ট এ'চে'কে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টারে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। শ্রম দপ্তরের সচিব আরও জানান, আগরতলা এবং ধর্মনগরে ক্যারিয়ার কর্ণার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় কর্মবিনিয়োগ পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনা, নতুন উদ্যোগ সহ আরও অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হয়। তাছাড়াও সভায় ফ্যাক্টরিজ ও বয়লার্স অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

নেটিজেনদের

● আটের পাতার পর

দেবে? কি অবস্থা।'' তন্ময় রায়চৌধুরী লিখেছেন, ''ঘোমটা আস্তে-ধীরে খুলছে। বামেদের তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষীর মনোভাবের ঘোমটা।''

তন্ময় অপর একটি প্রতিক্রিয়ায় জনৈক দেবতোষের ঋণ স্বীকার করে লিখেছেন, ''গত পরশু যে ছিল মৌলবাদী মুসলিম ধর্মগুরু আজ বামেদের চোখে সে হলো সেকুলার। আমন্ত্রিত হলো আলিমুদ্দিনে। আব্বাস সিদ্দিকী। জালিদার গোল টুপি। করোনা কালে যে ৫০ কোটি হিন্দুর মৃত্যু চেয়েছিল। ভিডিও টি ভাইরাল হতে ক্ষমা চায়, তাতে কি ভিতরের সফটওয়্যার বদল হয়। তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষী এই পীরজাদা এখন রাজনীতির সেকুলার দল খুলেছে দুদিন আগে। আর ইসলামিক ধর্মগুরুর এই নিখাত 'সেকুলারিজম'কে সবার আগে চিনতে পেরেছে স্বাভাবিক ভাবেই বামেরা।

তাই আগ বাড়িয়ে বামেরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে তাতে কোনও নতুনত্ব নাই। ফলে ঘোঁট গড়ে তুলতে ওদের নিয়ে জোট করতে হবে। কারন এ ছাড়া বামেরা অবশ্যম্ভাবী তলিয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি পাবে না বলে বামেরা মনে করে। কিন্তু ঝামেলা পাকিয়েছে ওই ধর্মগুরু, সুযোগ বুঝে কোপ দিতে ছাড়ে নাই। ৭০টি আসন চেয়ে দরকষাকষিতে আলিমুদ্দিনের বৈঠকে অনুপস্থিত। এটা ভয়ংকর পরিস্থিতি। বাংলার রাজনীতিকে মুসলিম হানাদারদের হাতে তুলতে চাইছে বামেরা। স্বাধীনতার ৭৪ বছর পর আজ ওরা ৭০ টি আসন চাইছে। আরও ৭৫ বছর পর ১৫০ খানা আসন চাইবে। তারপর আপনার নাতির ছেলেকে জবরদস্তি ধর্মান্তরিত হতে হবে। অন্তত বামেরা তাই চাইছে।

আপনি রাজনীতি যাই করুন সেটা বড় কথা নয়। কোনও রাজনৈতিক দল কি পারবে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু প্রার্থীকে জেতাতে। কিন্তু সাচ্ছন্দ্যে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সংখ্যালঘু প্রার্থী জিততে পারে। চোখ খুলুন। দেখুন আপনি আমি আদৌ নিরাপদে আছি কিনা। সব আপনার আঙুলের উপর নির্ভর করে।''

পাচারকারী

● আটের পাতার পর

বাজারমূল্য আনুমানিক ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা হবে জানিয়েছেন অভিযানকারী দলের ইনচার্জ মনোজ কুমার রাজবংশী। এদিকে কালাইনের আরও এক পাচারকারী পালিয়ে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে।

ধৃত আজির উদ্দিনের বিরুদ্ধে কালাইন পুলিশ ফাঁড়িতে মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে ধৃত ব্যক্তি সহ উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগার সমঝে দিয়েছেন টাস্ক ফোর্সের ইনচার্জ মনোজ কুমার রাজবংশী। আজকের পাচারে ব্যবহৃত এএস ১১ ডিসি ৩৫৯৮ নম্বরের অটো রিকশা কালাইন পুলিশ ফাঁড়ির হেফাজতে নিয়ে গেছ পুলিশ। রাজবংশী জানান, কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ ড্রাগস ব্যবসার বিরুদ্ধে সতর্কতার সঙ্গে লাগাতার অভিযানে সক্রিয় রয়েছে জেলা ড্রাগস নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। শীঘ্রই কালাইন কাটিগড়া তথা সীমান্ত এলাকার একাংশ পাচারকারী কর্তৃপক্ষের জালে ধরা পড়বে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মনোজ রাজবংশী।

পূর্বতন সরকারগুলোর কাছে অসম ছিল বহু দূরে

● আটের পাতার পর

এবং নটসূর্য ফণী শর্মার মতো কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বকে জন্ম দিয়েছে, যা অসমের জনগণকে গর্বিত করেছে।' ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার লেখা কবিতা তথা গানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ব্রহ্মপুত্রের উভয় পাড় প্রজ্বলিত প্রদীপ এইসব অঞ্চলকে আলোকিত করবে। স্থানীয় লোকজন গতরাতে কয়েক হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপন করেছেন। এটা অসমের শান্তি ও প্রগতির প্রতীক।'

অসম সরকার রাজ্যের সুষম উন্নয়নে নিয়োজিত। সে প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নে পূর্ববর্তী সরকারগুলি উদাসীন ছিল। এখানে যোগাযোগ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প ইত্যাদি জনতার প্রথমিক মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রগুলি পূর্ববর্তী শাসকদের নজরেই ছিল না। কেন্দ্রে আমার এবং রাজ্যের সনোয়াল সরকার সাব-কা সাথ, সাব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাসের মন্ত্র শিরোধার্য করে দিবারাত্র কাজ করছে। আমার এবং সর্বানন্দ সরকার জনসাধারণের বছরের পর বছরের বহুকাঙ্ক্ষিত বগিবিলের কাজ খুব কমদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছে।' আরও বলেন, 'আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখানে ব্রডগেজ পৌঁছেছে। কলিয়াভোমরা সেতু এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। এই কাজও দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। ফোরলেন রাস্তার কাজও দ্রুতগতিতে চলছে। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র দিয়ে জলপথে যোগাযোগ শুরু হয়েছে। বঙ্গাইগাঁওয়ের যোগিঘোপায় একটি লজিস্টিক পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।'

মোদী বলেন, 'এই সমস্ত প্রকল্প অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জীবনকে আরও সহজ ও সরল করে তুলবে। তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়বে। যখন প্রাথমিক সুবিধা পাওয়া যায়, তখন আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এই আত্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল এবং দেশের উন্নয়নও ঘটে। আজ আমাদের সরকার সেই সকল জনতার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে, যেখানে পূর্ববর্তী সরকারগুলি এতদিন পৌঁছয়নি। আমরা সকলের সুবিধার লক্ষ্যে জোর দিচ্ছি।' তিনি বলেন, '২০১৪ সালের আগে দেশে প্রতি ১০০টি পরিবারের মধ্যে কেবল ৫০/৫৫ পরিবারে এলপিজি (রান্নার গ্যাস) সংযোগ ছিল। অসমে শোধনাগার এবং সর্বসুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রতি ১০০ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪০ পরিবারের গ্যাস সংযোগ ছিল। দরিদ্র মানুষ তথা গৃহিণীরা রান্নাঘরের ধোঁয়ায় নানা রোগের কোপে পড়ে তার মধ্যেও কোনও রকম জীবনধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন অসমে গ্যাস সংযোগ বেড়েছে প্রায় ১০০ শতাংশ। বঙ্গাইগাঁও রিফাইনারির আশপাশের জেলাগুলিতে তিনগুণেরও বেশি এলপিজি সংযোগ বেড়েছে। এবারের বাজেটে আরও এক কোটি বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকদের বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার উৎপাদনের অভাবে লোকসান বহন করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বিদ্যুৎ ছিল না এমন ১৮,০০০ গ্রামের বেশিরভাগই অসমের। গ্যাসের অভাবে সার কারখানা বন্ধ ছিল। আমাদের সরকার পূর্বসুরিদের ভুলগুলি সংশোধন করছে।' তিনি বলেন, আজ পূর্ব ভারতকে প্রধানমন্ত্রী উর্জা যোজনার আওতায় এনে গ্যাস পাইপলাইনে সংযুক্ত করা হচ্ছে। নীতি যদি সঠিক ও পরিষ্কার থাকে তা-হলে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। গ্যাস পাইপ, অপটিক্যাল ফাইবার, প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। এ সমস্ত বুনিয়াদি কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে। এতে সরাসরি সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, আত্মনির্ভর ভারতকে গোটা বিশ্ব দেখছে। ভারতের ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনোক্র্যাটদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে বিশ্ব। অসমের জনগণের সক্ষমতা অতুলনীয়। এখানে ২০টিরও বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে। আরও তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। অসম সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করছে। রাজ্য সরকার এখানে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি শীঘ্র বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। এর ফলে উপজাতীয় সমাজ, চা বাগানের বাচ্চাদের ব্যাপক উপকার হবে। এতে স্থানীয় ভাষায় অধ্যয়ন এবং দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা, যখন স্থানীয় ভাষায় চিকিৎসা গবেষণা, প্রযুক্তিগত পড়াশোনা হবে, তখন দরিদ্রতম দরিদ্র শিশুরাও ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠবে। অসমের মতো একটি রাজ্য, যেখানে চা, পর্যটন, তাঁত ও হস্তশিল্প আত্মনির্ভরতার একটি প্রধান শক্তি। এখানকার যুবকরা যদি স্কুলে নিজেই এই দক্ষতা আয়ত্ত করেন তবে স্বনির্ভরতার ভিত্তি এখান থেকেই শুরু হবে। একলব্য বিদ্যালয়েরও সুবিধা পাবে অসম।

তিনি বলেন, অসমের জমি খুব উর্বর। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এখানে কৃষকদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য একত্রে কাজ করছে। সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা, কৃষকদের জন্য অন্যান্য প্রকল্প, ভালো বীজ প্রদান, স্বাস্থ্যবিমা কার্ড প্রদানের মতো বহু জনহিতকর কাজ চলছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র চা চাষিদের ভূমিপাট্টা প্রদানের জন্য সর্বানন্দ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

মৎস্য ব্যবসার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর জন্য ইতোমধ্যে একটি পৃথক মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে। 'স্বাধীনতার পর যা খরচ করা হয়নি, আমার সরকার এ ক্ষেত্রে বেশি ব্যয় করছে। বাজেটে মাছ উৎপাদনের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এতে অসম পাবে বিপুল সুবিধা। বলেন, কৃষির সাথে সম্পর্কিত আইন সংস্কার করা হয়েছে। ফলে কৃষকরা বহুগুণে লাভান্বিত হবেন। এছাড়া বলেন, অসমের উন্নয়নে চা বাগানগুলির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। চা বাগানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের জীবনশৈলিকে বিকশিত করতে বহু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। ক্ষুদ্র চা চাষিদের জমি ইজারা দেওয়ার কাজ আরও ভালো পদক্ষেপ।

আজকের সমাবেশে অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্বাগত ভাষণের পর বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সভামঞ্চে ছিলেন রাজ্যপাল আধ্যাপক জগদীশ মুখি, কেন্দ্রীয় খাদ্য সংসাধন দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত সহ কয়েকজন সাংসদ বিধায়ক।

ক্রীড়াঙ্গন

মোতেরার পিচে গোলাপি বল ভোগাতে পারে বিরাটদের, হুঙ্কার বেন স্টোকসের

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। আমেদাবাদের মোতেরায় ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট শুরু বুধবার। গোলাপি বলে দিন-রাতের এই টেস্টেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে মোতেরার পিচ। রোহিত শর্মা মনে করছেন, এই পিচেও বল ঘুরবে। অর্থাতস্পিন-অস্ত্রেই বাজিমাত করতে চাইছে ভারতীয় শিবির। হোম অ্যাডভান্টেজ সব দেশ কাজে লাগায়, তাই এতে দোষের কিছু নেই। তাছাড়া এই টেস্টের উপর অনেকটাই নির্ভর করবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কোন দল ওঠার দিকে এগিয়ে যাবে। চেন্নাইয়ে টেস্টের প্রথম থেকেই পিচের পাশাপাশি আলোচনায় ছিল এসজি বলের মানের বিষয়টিও। বিরাট কোহলি থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বিনরা বল নিয়ে অসন্তোষ গোপন রাখেননি। গোলাপি বলে টেস্টের আগেও বল কেমন হবে তা নিয়ে চলছে চর্চা। এসজি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরশ আনন্দ জানিয়েছেন, ৮০ ওভার অবধি গোলাপি বল ব্যবহার করতে এবং এর রং ধরে রাখতে পিচে ঘাস থাকা উচিত। বিশ্ব ক্রিকেটে দেখা গিয়েছে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে পিচে ৬-৭ মিলিমিটার ঘাসের আস্তরণ রাখেন কিউরেটররা। ভারত হোম অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইবে, টার্নিং

উইকেট হলেও আপত্তি নেই। তবে বলের কাঙ্ক্ষিত পারফরম্যান্স পেতে ২-৩ মিলিমিটার ঘাস রাখার পরামর্শ দিয়েছে এসজি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইডেনে দুই বছর আগে গোলাপি বলের টেস্টের উইকেটেও ঘাস ছিল। সব উইকেট পেয়েছিলেন পেসাররা। তবে সেই প্রতিপক্ষ দলে জেমস অ্যান্ডারসন, জোফ্রা আর্চারের মতো ক্রিকেটাররাও ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়াতেও দিন-রাতের টেস্টে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারত। ফলে মোতেরাতেও স্পিন সহায়ক উইকেট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ইংল্যান্ড শিবিরও পিচ বিতর্ক নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইছে না। বেন স্টোকস বলেছেন, ভালো টেস্ট ব্যাটসম্যানকে সব ধরনের পরিবেশের জন্যই প্রস্তুত থেকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। ভারতে এসে যে কোনও বিদেশি ব্যাটসম্যানেরই সফল হওয়া কঠিন। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। তবে এই চ্যালেঞ্জ আমরা ভালোবাসি। উপমহাদেশে যে দলই পরে ব্যাট করে তাদের উপর রানের চাপ থাকে। প্রথমে ব্যাট করলে জেতা অনেক সহজও হয়ে যায়। এখানে জিততে কী করা উচিত তা আমরা জানি। দ্বিতীয় টেস্টের খামতি মেটাতে অনুশীলনে জোর দেওয়া হচ্ছে। নতুন মাঠে প্রথম খেলা। আশা করি সঠিকভাবেই নিজেদের পরিকল্পনার প্রয়োগ ঘটাতে পারব। চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে স্টোকস ২ ওভার বল করেছিলেন। সে বিষয়ে তিনি বলেন, পিচের চরিত্র অনুযায়ী সেখানে আমাদের স্পিনাররাই বেশি বল করেছেন। তবে গোধূলিতে আলো জ্বললে দিন-রাতের টেস্টে অন্যরকম পরিস্থিতি তৈর হয়। তাই এখানে আমাকে হয়তো বেশি বল করতে হবে। স্পিনারদের চেয়ে পেসাররাই এখানে বেশি বল করবেন বলে মনে হচ্ছে। ২০১২ সালে ভারত থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফেরার অভিজ্ঞতা দিয়েই দলের সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করছেন স্টোকস।

আইপিএল থেকে ধোনির অবসর নিয়ে জল্পনা জোরালো সতীর্থের ইচ্ছায়

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন আগেই। এবার বাকি শুধু আইপিএল। দেশের মাটিতে এ বছরের আইপিএলেই মহেন্দ্র সিং ধোনি শেষবার নামছেন কিনা তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। অনেকেই মনে করছেন, টেস্ট ও সীমিত ওভারের ক্রিকেটকে যেমন হঠাতকরেই বিদায় জানিয়েছেন মাহি, আইপিএলের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। এই আবহে তাঁর চেন্নাই সুপার কিংসে নয়া সতীর্থ রবিন উথাপ্পার মন্তব্যে ধোনির আইপিএল থেকে অবসর নিয়ে জল্পনা জোরালো হয়েছে।এক বছরের জন্য নিয়ে রবিন উথাপ্পাকে গত জানুয়ারিতেই চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে বিক্রি করেছে রাজস্থান রয়্যালস। আইপিএল নিলামের পর সেই উথাপ্পাই একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ইনস্টাগ্রামের ওই ভিডিওতে তিনি তামিল ভাষাতেই বলেছেন, হ্যালো চেন্নাই, কেমন আছো? গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যেভাবে সিএসকে সমর্থকরা

আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন তাতে প্রথমেই সকলকে ধন্যবাদ জানাই। তামিল ছবির ডায়ালগ উদ্ধৃত করে তিনি আরও বলেন, দেরিতে এলেও আমি আপনাদের কাছে নতুন। অনেকদিন ধরেই আপনাদের এই বার্তা দিতে চাইছি। যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছি আবারও ধন্যবাদ জানাই।এরপরেই উথাপ্পা বলেন, সিএসকে-তে এসে অনেকদিনের স্বপ্নপূরণ হলো। মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে আরও একবার খেলা, তাঁর অবসরের আগে তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ইচ্ছা অনেক দিন ধরেই ছিল। ফলে সিএসকে দলে সুযোগ পাওয়া আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করল, এটা তাই আমার কাছে আশীর্বাদের মতো। অম্বাতু রায়ুডু, সুরেশ রায়নার সঙ্গে অনূর্ধ ১৭-র সময় থেকে খেলছি। তাই সিএসকে-র অংশ হতে পেরে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। সুযোগ পেলে যাতে নিজেকে আরও একবার প্রমাণ করতে পারি সেই লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করছি। চেন্নাই পৌঁছে সকলকে আনন্দ দিতে চাই।ধোনির অবসরের আগে আইপিএল চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পাওয়ার যে ইচ্ছার কথা উথাপ্পা জানিয়েছেন, তাতেই মাহির আইপিএল ভবিষ্যতনিয়ে জল্পনা জোরালো হয়েছে।

প্রয়োজনে আইসিসির কাছে নালিশ করুন', পিচ বিতর্কে পালটা মন্তব্য রোহিতের

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। চলছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মোতেরায় শুরু হবে তৃতীয় টেস্ট। তার আগে পিচ নিয়ে চলা চর্চার মধ্যে এবার মুখ খুললেন রোহিত শর্মা। এক হাত নিলেন সমালোচকদের। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে টুইট করা একটি ভিডিওতে রোহিতকে বলতে শোনা গিয়েছে, "দু'দলের জন্যই পিচ সমান ছিল। জানি না, এই নিয়ে কেন এত কথা হচ্ছে। বহু বছর ধরেই ভারতে এরকমভাবেই পিচ তৈরি হচ্ছে। আমার মনে হয় না এজন্য কোনও বদল আনা জরুরি।" এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, "প্রত্যেক দলই হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে থাকে। আমরা যখন বিদেশ সফরে যাই, সেখানেও আমাদের একই জিনিসের সম্মুখীন

হতে হয়। আমরা তাহলে কেন অন্যকে নিয়ে ভাবব। যেটা আমাদের পছন্দ হবে, প্রয়োজন হবে, আমরা সেটাই করব। তাহলে এই হোম বা অ্যাওয়ে অ্যাডভান্টেজ ছাড়াই ক্রিকেট খেলতে হবে। সেরকম হলে আইসিসিকে গিয়ে পিচ সংক্রান্ত নতুন নিয়ম তৈরি করতে বলুন।"এদিকে, টি-২০ দলে সুযোগ পাওয়া ক্রিকেটারদের দলের সঙ্গে যোগদানের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হল বোর্ডের তরফ থেকে। শিখর ধাওয়ান, ভুবনেশ্বর-সহ অন্যান্য ক্রিকেটারদের পাশাপাশি সদ্য ডাক পাওয়া সূর্যকুমার যাদব, রাহুল তেওটিয়াদেরও আগামী ১ মার্চ দলের সঙ্গে আহমেদাবাদে যোগ দিতে হবে। বর্তমানে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই দেশের পাঁচটি ভেন্যুতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলছেন। সেখানেই বায়ো বাবলের মধ্যে রয়েছেন ক্রিকেটাররা। সেখান থেকেই তাঁরা ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। এই প্রসঙ্গে দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক আধিকারিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "১ তারিখ আহমেদাবাদে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন শিখর। আপাতত ক্রিকেটারদের ২-৩টি ম্যাচ খেলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপরই কোভিড প্রোটোকল মেনে তাঁরা ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।" তবে প্রত্যেকেরই আলাদা করে করোনা টেস্ট হবে। তারপরই তাঁরা বাকি ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিশতে পারবেন।

ভারত-ইংল্যান্ড পিঙ্ক বল টেস্টে উপস্থিত থাকবেন সৌরভ, মোদী, অমিত শাহ

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। কোভিড পরিস্থিতির কারণে প্রায় এক বছর পর দেশের মাটিতে ফিরেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামেই আয়োজিত হবে তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্ট। আগামী বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট। যা আয়োজিত হতে চলেছে বিশ্বের সবথেকে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ভারত-ইংল্যান্ড দুই দল তৃতীয় টেস্ট খেলবে পিঙ্ক বলে অর্থাতডে নাইট টেস্ট। আর সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, পিঙ্ক বল টেস্টে উপস্থিত থাকতে পারেন বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে শেষ টেস্ট আয়োজিত হয়েছিল মোতেরা স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-ইংল্যান্ড। ৯ বছর পর ফের সেই ভারত-ইংল্যান্ড দ্বৈরথ দিয়েই নবরূপে সজ্জিত মোতেরা

স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছে। শুধু গ্যালারি নয়, মাঠের ক্ষেত্রেও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। রয়েছে ১১টি পিচ। এছাড়াও রয়েছে এক লক্ষ দশ হাজার দর্শকাসন। একসাথে এতো মানুষ একসাথে খেলা দেখতে পারবেন। যা বিশ্ববাসীর কাছে অন্যতম আকর্ষণ। মোতেরা স্টেডিয়ামে ভারত-ইংল্যান্ড পিঙ্ক বল টেস্টে মাঠে উপস্থিত থাকতে পারেন বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গুজরাটে থাকার কথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। অসুস্থতার পর এই প্রথমবার কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যাবে বিসিসিআই সভাপতিকে। বুধবার মোতেরায় শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। যা হবে পিঙ্ক বলে।

শতবর্ষ উদ্যাপনের সমাপ্তি, ইউএসসি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জয়ী চন্দননগর ন্যাশনাল

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। চলতি বছরে ১০১তম বছরে পা দিল হুগলির বলাগড়ের ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব (ইউএসসি)। সেই উপলক্ষ্যে সারা বছর নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল টি২০ ক্রিকেটও। রবিবার ওই প্রতিযোগিতায় ইউএসসি-কে হারিয়ে জয়ী হল চন্দননগর ন্যাশনাল। বলাগড়ের খামারগাছিতে টি২০ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল গত ২৬ জানুয়ারি। প্রায় এক মাস ধরে চলা এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এ দিন প্রথমে ব্যাট করে ২৬৭ রান করে চন্দননগর। ১৪৬ রানের ইনিংস খেলেন চন্দননগর ন্যাশনালের ব্যাটসম্যান প্রলয় ঘোষাল। রান তাড়া করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে ইউএসসি। শেষ পর্যন্ত তারা থামে ১০৭ রান করে। বিজয়ী চন্দননগর ন্যাশনালের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইউএসসি-র সাধারণ সচিব তপন ঘোষ। তিনি বলেন, "এমন একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। সমাজে খেলাধূলার প্রসারে এই ধরনের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে ভবিষ্যতেও উদ্যোগ নেবে আমাদের ক্লাব।" ম্যাচ এবং প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন চন্দননগরের প্রয়াস। মাস খানেক ধরে চলা এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রাক্তনীরা। দেখা গিয়েছে পার্থসারথি ভট্টাচার্য-সহ একাধিক কৃতী ক্রিকেটারকে। তাঁদের কেউ কেউ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণও করেন।

১ মার্চের মধ্যে ধওয়নদের আমদাবাদে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিল বোর্ড

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। আগামী ১ মার্চের মধ্যে সীমিত ওভারের দলে থাকা ক্রিকেটারদের আমদাবাদে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ফলে বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলার জন্য দিল্লিতে থাকা শিখর ধওয়নকেও মাঝপথে শিবির ছেড়ে যোগ দিতে হচ্ছে ভারতীয় দলে। শিখর একা নন, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষাণ এবং রাহুল তেওয়াটিয়াও দলের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন। এই তিনজনই এ বার টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছেন। প্রত্যেকেই রাজ্য দলের হয়ে বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলার জন্য বিভিন্ন শহরে হাজির হয়েছিলেন। দিল্লি বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, "বাকিদের সঙ্গে ১ মার্চ শিখর যোগ দেবে দলের সঙ্গে। যত দূর আমরা জানি, সাদা বলের দলে থাকা ক্রিকেটারদের ২/৩টে ম্যাচ খেলতে বলা হয়েছে যাতে ওরা ছন্দে থাকে। এরপর ফের নতুন করে জৈব সুরক্ষা বলয়ে প্রবেশ করতে হবে।"আগামী ১২ মার্চ থেকে আমদাবাদে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে। এরপরে পুনে-তে তিনটি একদিনের ম্যাচ হবে।

কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে সাকিব আল হাসানকে!

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের টেস্ট মানে সাদা পোশাকের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ যাচ্ছেন। রোববার (২১ ফেব্রুয়ারি) বোর্ডের বিশেষ এক সূত্র এ খবর নিশ্চিত করেছে। আগেই বোর্ডে চিঠি দিয়ে সাকিব জানিয়েছিলেন, এপ্রিলে বাংলাদেশের হয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবেন না। ওই সময়ে আইপিএল খেলবেন বলে বোর্ডকে জানান সাকিব। যুক্তি আইপিএলে খেললে তার ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভালো হবে। সাকিবের চিঠির পর সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের বাসায় জরুরি বৈঠকে বসেন ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা। বোর্ড কর্তারা সিদ্ধান্ত নেন; কেউ খেলতে না চাইলে তাকে জোর করে টেস্ট খেলানোর পক্ষে নয় বিসিবি। তাই আইপিএলে খেলার ব্যাপারে সাকিবকে সবুজ সংকেত দিয়েছে বোর্ড। ২০২১

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে বলে গত বছর আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা-আইসিসি। এদিকে, করোনার কারণে ২০২১ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের কেন্দ্রীয় চুক্তি এখনো চূড়ান্ত করেনি বোর্ড। সাকিবের চিঠির প্রেক্ষিতে বোর্ড তার শক্ত অবস্থার কথা জানান দেওয়ার জন্য সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সাকিবকে বাদ দেয়ার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানাবে বলে আভাস মিলেছে। এ বছরে বাংলাদেশ আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম বা এফটিপি অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আরো ১০টি টেস্ট খেলবে। এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজ ২টি, জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজে ২টি, আগস্টে হোম সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২টি, নভেম্বরে দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২টি এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজে আরো ২টি টেস্ট খেলার কথা রয়েছে টাইগারদের।সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দিনের আলোতে দেশের ক্রিকেট যখন আবারও সাকিব ইস্যুতে উত্তাল হবে। তার আগেই পরিবারের টানে তৃতীয় সন্তানের বাবা হতে যাচ্ছেন বলে সাকিব রাতেই উড়াল দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে।

মেসির নজিরের দিনেও পয়েন্ট নষ্ট, পিছিয়ে পড়ছে বার্সেলোনা

নয়াদিল্লী, ২২ ফেব্রুয়ারী।। বার্সেলোনার জার্সিতে লা লিগায় ৫০৬টি ম্যাচ খেলে ফেললেন লিয়োনেল মেসি। ভেঙে দিলেন জাভি হার্নান্দেসের স্পেনের লিগে সব চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড। এমন একটা ম্যাচে পেনাল্টি থেকে নিখুঁত গোলও করলেন আর্জেন্টিনীয় কিংবদন্তি। কিন্তু তাঁর দল রবিবার ক্যাম্প ন্যুতে ১-১ ড্র করে বসল কাদিসের সঙ্গে। কাদিসও গোল শোধ করল পেনাল্টিতে। করলেন আলেক্স ফার্নান্দেস, ৮৯ মিনিটে। এ দিকে আতলেতিকো দে মাদ্রিদ শনিবার লেভান্তের কাছে ০-২ হেরে যাওয়ায় সুবিধে হয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদের। জিনেদিন জিদানের দল অবশ্য শনিবারই ভায়াদোলিদকে হারিয়েছে। একমাত্র গোলটি ৬৫ মিনিটে টোনি খোসের ক্রস থেকে হেডে করেন কাসেমিরো। এই জয়ে রিয়ালের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫২। একটা ম্যাচ কম খেলে শীর্ষস্থানে থাকা আতলেতিকোর পয়েন্ট ৫৫। বার্সা তিনে থাকলেও অনেকটাই পিছিয়ে। তাদের পয়েন্ট ২৩ ম্যাচে ৪৭।

NIT NO: e-PT-26/EE/RD/MNU/D/2020-21, dt. 20-02-2021
The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **02:00 PM 05/03/2021** for **electrification work (3rd Call)** under Chawmanu RD Block area **(2 bid** system). For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of Governor of Tripura
ICA-C-3271/21
Sd/- (Er. Binoy Kr. Jamatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai

NOTICE INVITING TENDER
The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed tenders from the bonafide firms/ suppliers for supply of various types of MT Spare Parts/ Job works/Hoods/ Tyre retreading etc. for different types of vehicles of 5th Bn TSR (IR-I) ONGC during the financial year 2021-22.
Tender form, List of items, Terms and Conditions for supply of the mentioned items may be collected from the office of the Commandant, 5th Bn TSR (IR-I)ONGC, Daluma, Amarpur,Gomati, Tripura on any working days during the Office hours from 10am to O4pm up to 06-032021.
ICA-C-3274/21
Sd/- (H. S. Darlong)
Commandant
5th Battalion TSR (IR-I), ONGC

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites tender against Press NIT No 20/EE/PWD/KHW/2020-21 Date-19-02-2021
For
Hiring of Vehicle 1(one) no. Maruti (Wagon R) of 2017 (Year of Manufacturing) and onwards along with driver for use of the Executive Engineer, PWD (R&B) Khowai Division , Khowai Tripura during the year 2020-21.
Est. Cost : Rs. 2,45,438.00
Earnest Money : Rs. 2,454.00
All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 19-02-2021 to 08-03-2021 upto 15.00Hrs.
ICA-C-3266/21
Sd/-Illegible
Executive Engineer
Khowai Division, PWD (R&B)
Khowai, Tripura

ফর্ম নং-৫
See Rule-8(1)
ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলে নির্বাচন কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকল নার্সিং পার্সোনালদের জানানো যাইতেছে যে, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের রুলস্ ১৯৮৭, রুল এবং সাবরুল-৮(১) অনুসারে নির্বাচনের কর্মসূচি নিম্নরূপ ঃ-
১. মনোনয়নপত্র জমা করিবার শেষ দিন - ২৩শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চ ২০২১।
২. মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন - ৮ই মার্চ ২০২১ (বেলা ১ ঘটিকার মধ্যে)।
৩. A/D সহকারে নিবন্ধীকৃত ডাকের মাধ্যমে ভোটিং পেপার (Voting Paper) কাউন্সিল হইতে পাঠানোর শেষ দিন - ৩১শে মার্চ (বিকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে)।
৪. A/D সহকারে নিবন্ধীকৃত ডাকের মাধ্যমে ভোটিং পেপার (Voting Paper) কাউন্সিলে গ্রহণের শেষ দিন - ২০শে এপ্রিল ২০২১ ইং (বিকাল ৫ ঘটিকার মধ্যে)।
স্বাঃ- অস্পষ্ট
রিটার্নিং অফিসার
ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল
গোর্খাবস্তি, আগরতলা
ICA-D-1525/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে দাবি জনজাতি কল্যাণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। শিক্ষাই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করে ও মানুষকে সচেতন করে। গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে জনজাতি এলাকার মানুষের সামগ্রিক উন্নতির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ অম্পি ব্লকের একজনছড়া এডিসি ভিলেজের সোনাছড়া এলাকায় ৪৮০ আসন বিশিষ্ট একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া একথা বলেন।

একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, আবাসিক এই স্কুলটির নির্মাণে ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই স্কুলটি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয়জল সরবরাহ, বিদ্যৎ পরিষেবা সবই আরও উন্নত হবে। তিনি বলেন, উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হল শান্তি শৃঙ্খলা। তাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক সিদ্ধ চন্দ্র জমাতিয়া। উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক শিবজ্যোতি দত্ত প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক দিলীপ দেববর্মা।

টেক্সাসে আগুন পোহাতে গিয়ে ৩ নাতি-নাতনিসহ নিহত বৃদ্ধা

টেক্সাস, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রচণ্ড তুষারপাতের বিধ্বস্ত আমেরিকার টেক্সাসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলেন এক বৃদ্ধা ও তাঁর তিন নাতি-নাতনি। স্থানীয় সময় রবিবার রাতে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হোস্টন শহরতলিতে আগুন পোহাতে গিয়ে এক বাড়িতে আগুন ধরে গেলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান ওই চারজন।

প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে বেশ কয়েক দিন ধরেই বিদ্যুৎ নেই এলাকাটিতে। এ অবস্থায় ভিয়েতনামের বংশোদ্ভূত জেকি ফাম এনগোয়েনের মেয়ে তার তিন সন্তানকে বৃদ্ধার কাছে রেখে যান। স্থানীয় সময় রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় আগুন পোহাতে গিয়ে বাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। এতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নাতনি অলিভিয়া (১১), নাতি এডিশন (৮) এবং নাতনি কোকোসহ (৫) ওই বৃদ্ধা পুড়ে মারা যান।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসম সফরে গিয়ে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। ছবি-পিআইবি।

পূর্বতন সরকারগুলোর কাছে অসম ছিল বহু দূরে, এখন খোদ দিল্লিই চলে আসে রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী

‘৭ মার্চের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে’

শিলাপথার (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গতবারের (২০১৬) বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট সম্ভবত ৪ মার্চ ঘোষিত হয়েছিল। সে অনুযায়ী এবারও সম্ভবত মার্চের প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ ৭ মার্চের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে। এর আগে যতবার সম্ভব অসম, পশ্চিমবঙ্গ, পুদুচেরি, কেরল, তামিলনাড়ু সফর করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসাধারণের কাছে যাবেন তিনি। বক্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমবার উজান অসমের ধেমাজি জেলার অন্তর্গত শিলাপথারের শীতলবাড়ি (কুলাজান পিয়াংচাপরি) ময়দানে প্রায় তিন লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কুলাজান পিয়াংচাপরি ময়দানের সভামঞ্চ থেকে বোতাম টিপে ৩,২০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অসম পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের তিনটি প্রকল্প যেমন ইন্ডিয়ান অয়েলের বঙাইগাঁও শোধনাগারে ‘ইন্ডম্যাক্স’ (আইএনডিএমএএক্স) ইউনিট (২,৫৮২ টাকায় নির্মিত রন্ধন গ্যাসের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৫০ হাজার মেট্রিকটন; পেট্রোল উৎপাদনের ক্ষমতা বার্ষিক ২১০ হাজার থেকে ৫২২ হাজার মেট্রিকটন), ডিব্রুগড়ের মধুবনে ভারতীয় তেল নিগমের সেকেন্ডারি ট্যাংক ফার্ম (৪৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি) এবং তিনিসুকিয়ার মাকুমে হেবেদাগাঁওয়ে নির্মিত গ্যাস কম্প্রেস স্টেশনটি (১৩২ কোটি টাকায় নির্মিত) দেশবাসীর নামে উৎসর্গ করার পাশাপাশি ধেমাজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া কামরূপ গ্রামীণ জেলার শুয়ালকুচিতে প্রস্তাবিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিলান্যাস করেছেন তিনি।

অসমিয়া ভাষায় ভাষণ শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, তৃতীয়বারের মতো ধেমাজিতে এসে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যশালী বলে অনুভব করছেন। অকাল দীপাবলির মাধ্যমে ধেমাজিবাসী গতরাতেই তাঁকে আগাম স্বাগত জানানোয় তিনি আপ্লুত। অসমবাসীর আত্মীয়তাবোধ এবং আতিথেয়তায় তিনি অভিভূত। এখানকার জনতার আশীর্বাদ তাঁকে অসম সহ উত্তরপূর্বের জন্য কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আগে দশকের পর দশক দেশে যাঁরা রাজত্ব করেছেন, তাঁদের কাছে প্রচুর সম্ভাবনাময় এই অসম বহু দূরে ছিল। পূর্বতন সরকারগুলো ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারের অসমকে মা-মাসির নজরে দেখত। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর খোদ দিল্লিই চলে আসে অসমের ঘরে ঘরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বারবার এখানে আসেন। এসে এখানকার উন্নয়নে পরিকল্পনা তৈরি করছেন। আমিও বহুবার অসমে এসে আপনাদের উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করছি।’ তাঁর সরকার সব ধরনের ভেদাভেদ দূর করে দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আত্মনির্ভর ভারতকে গতিশীল করতে দেশের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান প্রমুখকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর দাবি, আত্মনির্ভর অসম গড়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের জনতা যে ভাবে সহায়তা করছেন তাতে আত্মনির্ভর ভারত গড়তে বেশিদিন সময় লাগবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি যখন ভারতীয় কৃষি ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করতে গোগামুখ এসেছিলাম, তখন বলেছিলাম, উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের জন্য উন্নয়নের ইঞ্জিন হবে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার অসমকে উন্নয়নের আরও শিখরে নিয়ে যাবে।’ তিনি বলেন, “আজ থেকে আট দশক আগে ‘জয়মতী’ নামে ছায়াছবির মাধ্যমে অসমিয়া চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল এই ধেমাজি থেকে। এই অঞ্চল রূপকেঁ ওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণের কল্যাণে রূপায়িত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুফল রাজ্যের অন্তিম মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। জনগণের কল্যাণে রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুফল রাজ্যের অন্তিম মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। শ্রম দপ্তরের যে সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তা মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে আয়োজিত শ্রম দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শ্রমিকদের চিকিৎসার সুবিধার্থে রাজ্যে বড় মাপের এমপ্লয়ীস স্টেট ইনসুরেন্স ডিসপেনসারি গড়ে তোলা যায় কিনা সেই বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে খতিয়ে দেখতে বলেন। পাশাপাশি তিনি বর্তমানে রাজ্যে চারটি নতুন এমপ্লয়ীস স্টেট ইনসুর‍্যান্স ডিসপেনসারীগুলির পরিকাঠামো উন্নতকরণের বিষয়েও জোর দিয়েছেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টালে নথিবদ্ধ চাকুরী প্রত্যাশীদের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে আপডেট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রম দপ্তরের অধীনে রূপায়িত মেগা ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম কর্মসূচিকে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের পাঠ্যের সঙ্গে এই কর্মসূচির বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই সঙ্গে সমস্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা দপ্তরের সমন্বয়ে এই কর্মসূচির বাস্তবায়ণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে দপ্তরকে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি, সফলতা, নতুন উদ্যোগ, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সহ গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেওয়া কার্যকরী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ত্রিপুরা শপস এণ্ড এস্টাবলিস্টমএন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭০-র আওতাধীন দোকানের বাধ্যতামূলক রেজিষ্ট্রেশন তুলে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসার স্বার্থে সিপাহীজলা, গোমতী, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরার এমপ্লয়ীস স্টেট ইনসুরেন্স (ই এস আই) ডিসপেনসারী তৈরি হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরা বিল্ডিং এণ্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কাস ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অধীনে নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকের মধ্যে ৪৭,২৫২ জন নির্মাণ শ্রমিক সক্রিয় রয়েছেন।

রাজ্যে ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের প্রসারের জন্য শ্রম দপ্তরের ৩৪টি শ্রম সংস্কারের মধ্যে ৩৩টি ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার রূপায়িত হয়েছে। পাশাপাশি শ্রম দপ্তরের অধীনে ৯টি জেলা রিফর্মসও রূপায়িত হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনায় ২৮,৬৭৬ জন শ্রমিক নথিভুক্ত রয়েছেন। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বা'ল রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম এবং জাতীয় ক্ষেত্রে সপ্তম স্থানে রয়েছে। পাশাপাশি ব্যবসায়ী এবং স্ব-উদ্যোগীদের জন্য ন্যাশনাল পেনশন প্রকল্পে রাজ্যে ১,২২৭ জনের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বা'লের মধ্যে প্রথম এবং জাতীয় পর্যায়ে ত'তীয় স্থানে রয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব জানান, রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৬, ৫৩৬ জন সুবিধাভোগীকে সহায়তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোটা বিশ্ব বুঝেছে, কৃষকদের কষ্ট বুঝতে অক্ষম কেন্দ্র সরকার ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষকদের চলতে আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আবারও আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার রাহুলের আক্রমণ, ‘কৃষকরা কতটা কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, তা গোটা বিশ্ব বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কৃষকদের কষ্ট বুঝতে অক্ষম দিল্লিতে বসে থাকা সরকার। সোমবার কেরলের ওয়ানাডের মুত্তিলের জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেন, ’’পপ তারকারা কৃষকদের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহী নয়।’

রাহুল আরও বলেন, ’’’যতক্ষন না পর্যন্ত তাঁদের জোর দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনটি কৃষি আইন তাঁরা প্রত্যাহার করবে না। নেপথ্যে কারণও রয়েছে, কারণ হল এই তিনটি কৃষি আইন ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং সবকিছু নরেন্দ্র মোদীর দুই থেকে তিনজন বন্ধুকে দিয়ে দেওয়ার জন্য।’ রাহুল গান্ধী বলেন, ‘কৃষিই একমাত্র ব্যবসা যা ভারত মাতার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি অন্যান্য ব্যবসা কারও না কারও অন্তর্ভুক্ত। কিছু মানুষ এই ব্যবসার মালিকানা চাইছে এবং তিনটি কৃষি আইন দুই-তিনজনকে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার মালিকানা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।’

বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ৭, মৃত্যু বেড়ে ৮ ৩৫৬

ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : থামছে না মৃত্যু মিছিল। করোনার কারনে বাংলাদেশে নতুন করে আরও আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশটিতে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৮ হাজার ৩৫৬ হয়েছে। সোমবার বিকালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য দফতর এক বুলেটিনে দেশে করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় কাক্রান্ত হয়েছেন ৩৬৬ জন।

সোমবার বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করোনায় আক্রান্ত ৩৬৬ জনকে নিয়ে দেশে আক্রান্তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৭১৭ জন।

আরও সাতজনের মৃত্যুতে দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮ হাজার ৩৫৬ হয়েছে। গত একদিনে চিকিৎসাধীন আরও ৬৯২ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৪ লাখ ৯২ হাজার ৫৯ জন হয়েছে।

নির্দিষ্ট স্টপেজে থামল না তেজস এক্সপ্রেস, তদন্তের নির্দেশ

আন্ধেরি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): থামার কথা ছিল আন্ধেরি স্টেশনে। কিন্তু, আন্ধেরি স্টেশনে না-থেমে এগিয়ে গেল আহমেদাবাদ-মুম্বই তেজস এক্সপ্রেস। কেন এমনটা হয়েছে, তা জানতে তদন্তে নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিম রেলওয়ে। রবিবারের ঘটনা। পরে দাদর স্টেশনে তেজস এক্সপ্রেসকে থামানো হয় এবং ওই স্টেশনেই নামিয়ে দেওয়া হয় ৪২ জন যাত্রীকে। রবিবার আহমেদাবাদ থেকে মুম্বইগামী তেজস এক্সপ্রেসের থামার কথা ছিল আন্ধেরি স্টেশনে। কিন্তু, আন্ধেরি স্টেশনে না-থেমেই এগিয়ে যায় তেজস এক্সপ্রেস। আন্ধেরিতে নামার কথা ছিল ৪২ জন যাত্রীর। তাঁরা ট্রেন থেকে নামতে না পারায় বিষয়টি রেলের আধিকারিকদের জানান। এরপর দ্রুত দাদার স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে তাঁদের নামার ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিম রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘আমদাবাদ-মুম্বই তেজস এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট স্টপেজে না থেমে আন্ধেরি ছেড়ে চলে যায়। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিকদের নজরে আনা হয়। এরপরেই দ্রুত দাদার স্টেশনে ট্রেনটি থামানো হয়, সেখানে নেমে যান ৪২ জন যাত্রী। এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ যাত্রীদের অনেকেই চালকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

কাছাড়ের কালাইনে ৬ লক্ষাধিক মূল্যের ব্রাউন সুগার সহ আটক এক নেশাদ্রব্য পাচারকারী

কালাইন (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কালাইনে অভিযান চালিয়ে ৬ লক্ষাধিক মূল্যের ব্রাউন সুগার সহ কুখ্যাত এক নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ ও টাস্ক ফোর্সের কর্তারা।

একটি অটো রিকশায় চড়ে কুখ্যাত ওই ড্রাগ পাচারকারীকে কালাইন বাজারের ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বন্ধন ব্যাঙ্কের সম্মুখবর্তী স্থান থেকে নেশাদ্রব্য ড্রাগস সমেত আটক করেন অভিযানকারী অফিসাররা। ধৃত ব্যক্তির নাম আজির উদ্দিন (৪২)। তার বাড়ি বদরপুর থানার অধীন হাসানপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন থেকে আজির উদ্দিন বদরপুর ও কাটিগড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবাধে বেআইনি নেশাসামগ্রী ব্রাউন সুগার পাচারে লিপ্ত বলে গোপন সূত্রের খবর ছিল বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে।

আজ সোমবার সকালে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কাছাড় ড্রাগ কনট্রোল বোর্ডের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স-এর ইনচার্জ তথা ধোয়ারবন্দ থানার ওসি মনোজ কুমার রাজবংশীর নেতৃত্বে এক দল কালাইন পুলিশের সহযোগে এলাকার বিভিন্ন স্থানে সাদা পোশাকে ওৎ পেতে বসে। একইসঙ্গে নকল খদ্দের সাজিয়ে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ড্রাগ ক্রয়ের টোপ দেওয়া হয় পাচারকারীকে। অবশেষে ১২টা নাগাদ ব্রাউনসুগার পাচারকারী আজির উদ্দিন পুলিশের জালে পড়ে।

অভিযানকারী অফিসার তথা কাছাড় ড্রাগ কনট্রোল বোর্ডের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের ইনচার্জ মনোজ কুমার রাজবংশী জানান, ধৃত যুবকের কাছে মোট ১৩টি সাবান কেস থেকে ১৬৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার পাওয়া গেছে। উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘টুম্পা সোনা’ গানে নাচের জেরে ৫ জনকে শাস্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : স্কুল খুললেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখনও চালু হয়নি। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোয় অংশ নেন বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী। সেছানে টুম্পা সোনা’’ গানে উদ্দাম নাচের অপরাধে শাস্তি দেওয়া হল ৫ জনকে।

সোমবার এ খবর প্রকাশ্যে আসার পর ফেসবুক পোস্টে প্রচুর নেটিজেন প্রতিক্রিয়া জানান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাঁরা পুজোর কোনও অনুমতি দেয়নি। তা সত্ত্বেও পুজো হয়েছে এবং পুজো চলাকালীন একদল ছেলে মেয়েরা টুম্পা সোনা গানের সঙ্গে উদ্দাম নাচ করে বলে অভিযোগ। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সকলের প্রশ্ন কীভাবে এরকম একটা ঘটনা ঘটল? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে কীভাবে এমনটা হতে পারে? কেন কোনও শালীনতা বজায় রাখা হল না? প্রশ্ন উঠেছে। কারর বক্তব্য, যেখানে কোভিডের জন্য ক্লাস হচ্ছে না, সেখানে কীভাবে কোভিড বিধি নিষেধ না মেনে এরকম আয়োজন করা হল?

এই ঘটনায়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে জানান হয়েছে, যেহুতু তারা প্রত্যেকবছর পুজো করে, তাই এবছরও তারা পুজো করেছে। নাচের ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তার তদন্ত করা হবে। ঠিক সেই মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠন করা সিন্ডিকেট শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিন্ডিকেট ইতিমধ্যে ৫ জনকে চিহ্নিত করেছে। তাঁদের শাস্তি দেওয়া হবে। ২ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না তাঁরা।

সোমা ব্যানার্জি লিখেছেন, “এর জন্য দায়ী কমরেডগন।“ অর্পন সরকার লিখেছেন, “ বামপন্থী দের টুম্পাসোনা কালচার, ,,,,ঐ জন্য বন্ধ ঘরে লেনিন, আর মার্কস পরছেন বামপন্থী মিয়া খালিপা.....।” সুলতানা খাতুন অর্পণবাবুকে প্রশ্ন করেছেন, “মিয়া খলিফা লাইট রিনা ঠাকুর কোন পার্টিতে ছিল যেনো?“

আব্দুল ওয়াহিদ লিখেছেন, “ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপর্যস্ত হওয়া ফ্যাসিজমের লক্ষণ।“ কুমার সায়ন লিখেছেন, “গানে নাচ করলেও শাস্তি!” সুপর্ণা চক্রবর্তী লিখেছেন, “এভাবে কি আর আটকানো যাবে। যতই বিজেমুলের ফাটুক টুম্পা সোনা কিন্তু পুরো মার্কেট গরম করে দিয়েছে। ওরিজিনাল থেকে এখন বামেদের টুম্পা সোনা মার্কেট পুরো গরম করে দিয়েছে।“

সুভাষ ব্যানার্জী লিখেছেন, “এবারের লড়াই হিন্দু বনাম অহিন্দু। এবারের লড়াই বুঝিয়ে দেবে, বাঙালি কি বাংলাদেশের মত পশ্চিমবঙ্গ ও ছাড়বে? নাকি টিকে থাকবে? শুভাশিস ব্যানার্জি লিখেছেন, “বিমান বাবুর গান বন্ধ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।